অদম্য শিখা

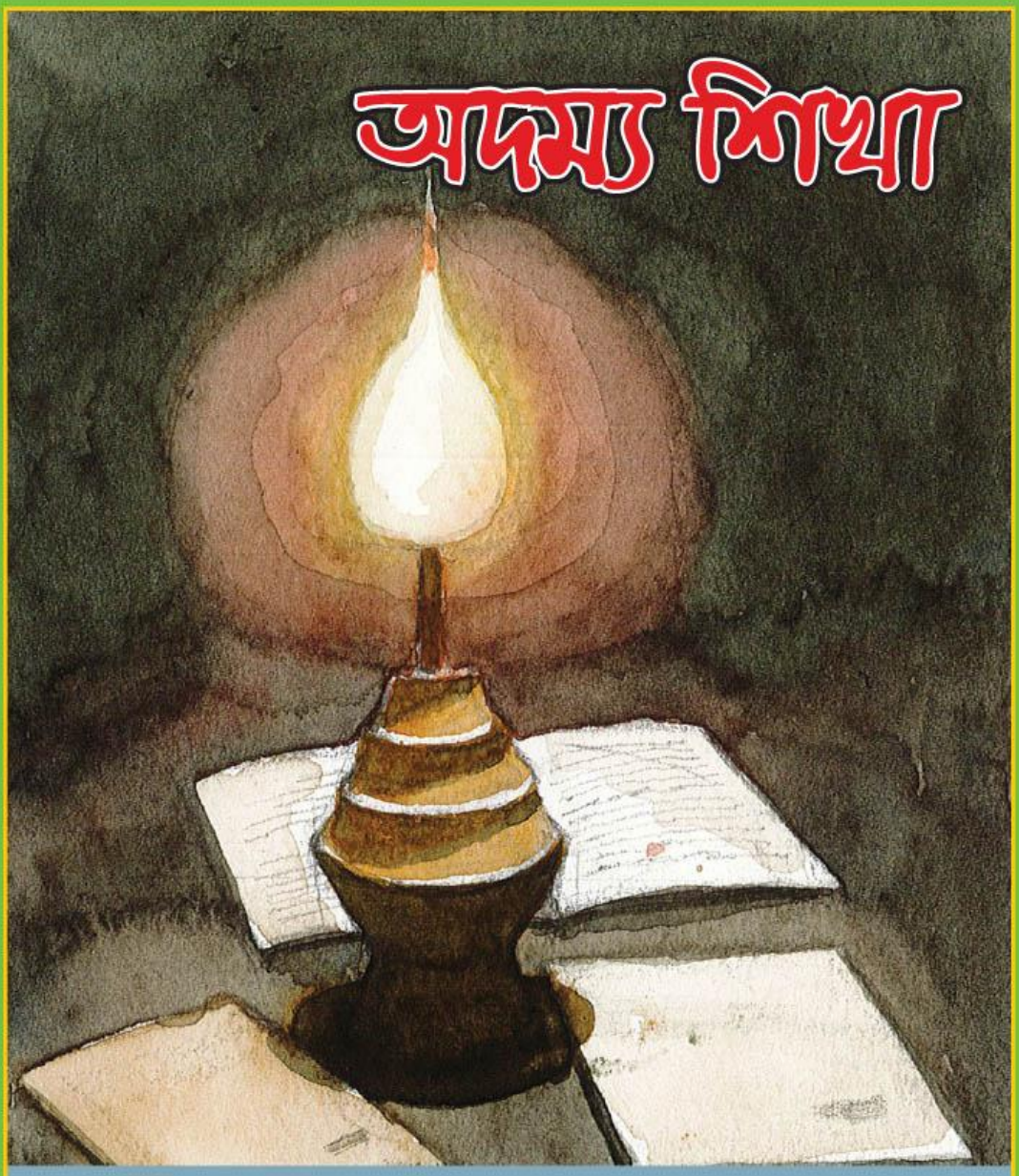

নৈতিক সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে
মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট
8/2, Indira Road, West Razabazar Farmgate, Dhaka-1215
www.moralparenting.org; www.facebook.com/MoralParenting
Email: moralparenting@gmail.com

শুভেচ্ছা বার্তা

মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সন্তান, অদম্য মেধাবীদের সুনাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠতে শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাসহ নানাবিধ উপায়ে সহযোগিতা করে আসছে। এ অদম্য প্রতিভাবানদের দুঃখ, দূর্দশা, স্বপ্ন ও সংগ্রামের গল্পগুলো নিয়ে মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টের সম্পাদনায় প্রথম সাময়িকী 'অদম্য শিখা' প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি ভীষণ আনন্দিত। আমি সর্বদাই আশাবাদিতায় বিশ্বাসী। আমি মনে করি সমাজকে সচেষ্ট রাখতে পারলে এই আশাবাদের শিখা জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব। যারা বরাবরই পেছনে পড়ে আছেন তাদের সামনে তুলে আনাই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মূলকথা। মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টের কার্যক্রম এই কথায় পুরোপুরি বিশ্বাস করে বলে আমার ধারনা। তাই দেশের সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নেও এই প্রতিষ্ঠানটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

ড. আতিউর রহমান, প্রাক্তন গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বঙ্গবন্ধু চেয়ার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

আমি অবহিত হয়েছি যে মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট তাদের মোরাল চাইল্ডদের স্বপ্ন, জীবনযুদ্ধ এবং সফলতার গল্প নিয়ে একটি সাময়িকী 'অদম্য শিখা' প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ, যার প্রতিষ্ঠার পিছনে রয়েছে সব নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রাপ্তি এবং মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার। সেই দেশে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট তাদের নৈতিক ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা 'অদম্য শিখা'য় তাদের আত্মপ্রকাশের জায়গা করে দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে বলে আমি মনে করি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ট্রাস্ট এই শিক্ষার্থীদেরকে বৈষয়িক বা বিত্ত বৈভবের উত্তরাধিকারী হিসাবে চিহ্নিত না করে নৈতিক উত্তরাধিকারের ধারণায় দীক্ষিত করেছে এবং সেই জায়গা থেকে এই মোরাল চাইল্ডদের নিজেদের চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরার অবকাশ তৈরী করে দিয়েছে। আমি মোরাল চাইল্ডদের জীবন ও স্বপ্ন নির্ভর সাময়িকী অদম্য শিখা-এর সার্বিক সাফল্য ও বহুল প্রচার কামনা করি।

সুলতানা কামাল, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন; সাবেক উপদেষ্টা,তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বাংলাদেশ এবং সাবেক নির্বাহী পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)।

কালের বিবর্তনে অধিকাংশ মানুষ যখন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে; তখনও সমাজের নৈতিক বিবেক হিসেবে বিবেচিত কিছু ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের অদম্য মেধাবী সন্তানদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছেন। এসকল মেধাবী মুখ ও নৈতিক বিবেকের মধ্যে একটি সেতু বন্ধন তৈরির প্রয়াস 'মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট' সংগঠন। এ অদম্য প্রতিভাবানদের জীবনকাহিনিতে ভরা মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টের প্রথম সংকলন 'অদম্য শিখা' প্রকাশের সংবাদে আমি অভিভূত। আমি এমন একটা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি যেখানে মানুষ মানুষের কাছে দুঃসময় থেকে সুসময় পৌঁছে দিবে, আমাদের পৃথিবীটা নৈতিকতায় পূর্ণ হবে কানায় কানায়। আমি জেনে আনন্দিত যে, আমার এ স্বপ্ন যেন মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট-এর লক্ষ্যের সাথে একইসুত্রে গাঁথা।

মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টের জন্য নিরন্তর শুভ কামনা।

সেলিনা হোসেন, কথাসাহিত্যিক।

মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টের সম্পাদনায় প্রথম সাময়িকী 'অদম্য শিখা' প্রকাশের খবর আমাকে বিমোহিত করেছে। জীবনটা শুধু একার বেঁচে থাকার জন্য নয়; সকলকে নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যেই স্বর্গীয় আনন্দ। বাঁচার জন্য কতটুকু প্রয়োজন, তা আমরা ভুলে গেছি! সবার সামর্থ্য সমান হবেনা, এটাই সত্য। তবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছেটা এখন খুব জরুরি। এই মহৎ উদ্দেশ্য আছে বলেই আমি একজন মোরাল প্যারেন্ট হিসেবে গর্বিত। সামর্থ্যবান প্রতিটি মানুষ কারো জন্য কিছু না কিছু করুক, এটা আমার একান্ত চাওয়া। তাহলেই পৃথিবীটা অনেক সুন্দর হবে। প্রতিটি সামর্থ্যহীন ছেলে মেয়ে আমাদের সন্তান হোক। ওদের ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে, আসুন আমরা আমাদের দ্বায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হই।

মোরাল প্যারেন্টিং এর জয় হোক।

চঞ্চল চৌধুরী, মোরাল প্যারেন্ট ও খ্যাতিমান অভিনেতা ।

সম্পাদকীয়

প্রতিটি জন্মই এক একটি সম্ভাবনার আধার। সমাজের অসংখ্য প্রতিভাবান মুখ প্রতিনিয়ত শুধু একটু সুযোগের অভাবে সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হতে ব্যর্থ হচ্ছে। দেশ, জাতি এবং সমাজও তাদের সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট মহানুভব ব্যক্তিবর্গের দেয়া শিক্ষা বৃত্তি ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার মাধ্যমে এ সকল অদম্য মেধাবীর অতি ক্ষুদ্র একটি অংশের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ মেধাবী মুখগুলো এক একটি পৃথক জীবন, পৃথক পৃথক সত্ত্বা হলেও সবারই জীবন যুদ্ধ ও সংগ্রামের গল্প, জীবন-যাপন প্রণালী প্রায় এক ও অভিন্ন। এদের কেউ ভিটে মাটিহীন তো কেউ পিতৃ বা মাতৃহীন; কেউ নদী ভাংগনের শিকার তো কেউ চরের বাসিন্দা। কারো মা অন্যের বাসা-বাড়িতে পিতা অন্যের জমিতে কৃষি কাজ করে, রিক্সা চালিয়ে, ইটের ভাটা, রাজমিস্ত্রীর বা কাঠ মিস্ত্রির কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। একমুঠো ভাতের জন্য শৈশব কৈশোর হতেই যে পরিবারের সন্তানদের জীবন যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয় তাদের জন্য পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সত্যিকার অর্থেই গরীবের ঘোড়া রোগের শামিল।

তবে আশার কথা এত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করেও কতিপয় অদম্য মেধাবী দৃঢ় মনোবল ও ইচ্ছা শক্তির গুণে স্কুল-কলেজের গন্ডি পেরিয়ে আজ উচ্চ শিক্ষার বিদ্যাপিঠেও পা রাখছে। এদের কেউ কেউ মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টকে পাশে পাচ্ছে। মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট ২০১৫ সালে কতিপয় অদম্য সম্ভাবনাময়ী অসহায় সন্তানদের স্বপ্ন সারথি হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে (নভেম্বর-২০২১ পর্যন্ত) ৩০০ মোরাল প্যারেন্টের সহযোগিতায় ৫০০ এর অধিক মোরাল চাইল্ডকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে; যদিও প্রয়োজনের তুলনায় এ সংখ্যা খুবই নগণ্য। কদাচিৎ দু'একজন অদম্য প্রতিভার-সাফল্যের গল্প প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ পেলেও হাজারো প্রতিভার অসহায়ত্বের গল্প লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে যায়। স্বপ্নগুলো শুধু স্বপ্নে থেকেই তাদের আরও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট নিজেদের সামাজিক মাধ্যম ও পরিচিতদের মধ্যে সংক্ষেপে এদের গল্পগুলো মাঝে মধ্যে তুলে ধরে থাকে। অদম্য প্রতিভাদের দুঃখ, কষ্ট, স্বপ্ন ও সংগ্রামের গল্পগুলো একটু একত্রিত করে উপস্থাপনার আবশ্যকতা অনুভবের ফসল মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টের সম্পাদনায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িকী অদম্য শিখা।

মোরাল প্যারেন্টিং এর সংগে সম্পৃক্ততা সর্বদাই আমার আত্মিক আনন্দের উৎস হিসেবে কাজ করলেও অমিত সম্ভাবনাময় সংগ্রামী প্রতিভার মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদায়ক গল্পগুলো সংকলনের দিনগুলোতে তাদের দুঃখ-কষ্টগুলো মর্মে মর্মে অনুভব করি। মোরাল চাইল্ডদের লিখিত অদম্য শিখার ভাষা শৈলী, বাক্য বিন্যাস ও শব্দ চয়ন সাহিত্য বিচারে ততটা মানসম্মত না হলেও এর বাস্তব জীবনমুখী গল্পগুলো পড়তে শুরু করলে শেষ না করে থামতে পারা অসম্ভব। এদের কোনোটি হয়ত পাঠককে অশ্রুসিক্ত করবে, আবার কোনোটি অনেকের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠবে। মেরাল চাইল্ডদের লেখার পাশাপাশি অদম্য শিখায় মোরাল প্যারেন্টিং এর ধারণা, ট্রাস্টের আওতাধীন অন্যান্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ট্রাস্ট সম্পর্কে ভলান্টিয়ার ও মোরাল প্যারেন্টদের প্রদত্ত অভিব্যক্তি হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। উপযুক্ত পাত্রে কোনো কিছু দান করা যে পাওয়ার আনন্দকেও ছাড়িয়ে যায়; এখানে মোরাল প্যারেন্টদের লিখনি তার সুস্পষ্ট নিদর্শন। তাইতো মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরে মোরাল প্যারেন্ট এবং চাইল্ড উভয়েই নিজেদেরকে ধন্য মনে করেন এবং জীবনের অনেক বড় অর্জনগুলোর মধ্যে এটিকেও অন্তর্ভূক্ত করেন। মোরাল প্যারেন্টিং এর অভিনবত্ব হলো, আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি মোরাল চাইল্ডদের প্রতিষ্ঠিত হতে প্রকৃত অভিভাবক হিসেবে তত্ত্বাবধান করা।

অনেক সীমাবদ্ধতার কারণে একই মান ও ধরণের প্রাপ্ত প্রকাশযোগ্য শতাধিক লেখার মধ্যে দৈবচয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত কিছু সংখ্যক লেখা অদম্য শিখায় প্রকাশ করা হয়েছে। সকলের লেখা প্রকাশের অপরাগতার জন্য দুঃখিত; তবে আমাদের অনলাইন ভার্সনে সবগুলোই প্রকাশ করা হবে। অদম্য প্রতিভাদের আত্মজীবনীমূলক কাহিনীগুলোয় কিছু ভুল ত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক; তারপরও সুপাঠ্য হিসেবে ফুটিয়ে তুলতে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টের কার্যক্রম, মোরাল চাইল্ডদের জীবন সংগ্রাম ও স্বপ্নের গল্প, মোরাল প্যারেন্টদের অভিব্যক্তি পাঠক হৃদয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হলেই অদম্য শিখা প্রকাশের প্রয়াস সার্থকতা খুঁজে পাবে। পরিশেষে যাদের আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতায় মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টের কার্যক্রম উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হচ্ছে তাদের সকলের প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা।

কাজী শহীদ, সম্পাদক ও যুগ্ম পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক ।

সম্পাদনা পরিষদ

■ **সম্পাদক**
কাজী শহীদুল ইসলাম

■ **সম্পাদনা সহযোগী**
ড. মোঃ মাহবুবর রহমান
আফসানা রহমান
ড. খাইরুল এ সিদ্দিক
রওশন আরা ফেরদৌসী
মোঃ হাসান আলী
মোঃ ফয়েজুল্লাহ আল মামুন
রোকসানা সুলতানা
শম্ভু মিত্র

■ **প্রচ্ছদ**
মোয়াজ্জেম হোসেন জনি

■ **মুদ্রণ**
ক্রিয়েটিভ হ্যান্ডস লিমিটেড

■ **প্রকাশকাল**
জানুয়ারি ২০২২

■ **প্রকাশক**
মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট
www.moralparenting.org;
www.facebook.comMoralParenting
Email: moralparenting@gmail.com

Moral Parenting বা নৈতিক অভিভাবকত্ব কি এবং কেন?

Moral Parenting বা "নৈতিক অভিভাবকত্ব" সমাজের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি মানবিক প্রয়াসের নাম। আমরা সমাজের উদার ও মানবিক হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে কিছু সুবিধা বঞ্চিত অদম্য মেধাবী (এতিম, প্রতিবন্ধী অতি-দরিদ্র কিন্তু মেধাবী) ছেলেমেয়েকে ভালমানুষ হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদানসহ নিয়মিত তত্ত্বাবধান করে যাচ্ছি। আমরা শিক্ষার্থীকে 'মোরাল চাইল্ড' বা নৈতিক সন্তান, সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তিকে 'মোরাল প্যারেন্ট' বা নৈতিক অভিভাবক এবং সামগ্রিক কর্মকান্ডকে 'মোরাল প্যারেন্টিং' বলে থাকি।

আমাদের আশেপাশে এমন অনেক ছেলেমেয়ে আছে যারা শত প্রতিকূলতার মাঝেও অনেক কষ্ট করে পড়াশুনা চালিয়ে পরীক্ষায় চমৎকার ফলাফল করছে; আর একটু সহায়তা এবং দিকনির্দেশনা পেলে এরাও সু-প্রতিষ্টিত হতে পারে। অপরদিকে, আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের প্রতিপালনের পাশাপাশি সমাজেরও কিছু ছেলেমেয়েকে সহায়তা করতে পারেন। অনেকেই মানবিক কাজে আগ্রহী কিন্তু উপযুক্ত ও বিশ্বস্ত মাধ্যম খুঁজে পান না। এ দুটি পক্ষের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন সৃষ্টি করতে পারলে তা সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। মূলত এ চিন্তা থেকেই মোরাল প্যারেন্টিং এর সূচনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট এর সম্মিলন -২০১৯

মোরাল প্যারেন্ট হওয়ার প্রথম শর্ত, একজন অদম্য মেধাবীকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা। নিয়মিত বৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি আমরা আমাদের মোরাল চাইল্ডদেরকে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে "স্বাবলম্বী প্রজেক্ট"; মা-বাবাসহ তাদের ফ্রি ডাক্তারী পরামর্শের জন্য "স্বাস্থ্য সেবা"; ওদেরকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে "১০০ বই পড়া উৎসব"; সততা ও নৈতিকতা শিক্ষার জন্য "Morality Shop"; বিভিন্ন বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে "Online Lecture Series" এবং সামাজিক কাজে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে "Ten Taka Tuition" ও "শীতবস্ত্র উপহার" কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি।

আমাদের সামগ্রিক কর্মকান্ডে মোরাল প্যারেন্ট ও মোরাল চাইল্ডের মধ্যে এক প্রকার মায়ার বাধন গড়ে ওঠে এবং মোরাল চাইল্ডরা একটা আছ্বার জায়গা খুঁজে পায়। মোরাল চাইল্ডদের স্থানীয় ভাবে দেখাশুনা করা এবং হাতে হাতে বৃত্তি পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করেন। সকল প্রকার তথ্য সংরক্ষণ, সদস্যদের জন্য তা পর্যবেক্ষণ এবং আর্থিক বিষয়ে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে মোরাল প্যারেন্টিং এর সার্বিক কার্যক্রম MPSoft নামক সফটওয়ারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

Moral Parenting এর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ ★ দীর্ঘমেয়াদী ও বহুমুখী উপায়ে সমাজের অস্বচ্ছল পরিবারের সন্তানেদের সুপ্রতিষ্ঠিত হতে যথাসম্ভব সহায়তা করা; ★ সমাজের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সুস্থ, সুন্দর 'নৈতিক সমাজ' প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা; ★ বিদ্যমান শ্রেণী বৈষম্য লাঘব করে সমাজের মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় কাজ করা এবং ★ নিজেদের সামাজিক দায়বদ্ধতা, আত্মিক শান্তি, সর্বোপরি সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করা।

২০১৬ সালে সাংগঠনিকভাবে মোরাল প্যারেন্টিং এর কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৮ সালে ট্রাস্ট হিসাবে সরকারী নিবন্ধন নেওয়া হয়। আমাদের বর্তমানে (নভেম্বর ২০২১) সদস্য সংখ্যাঃ মোরাল চাইল্ড ৫০৩, মোরাল প্যারেন্ট ২৯৬ এবং ভলান্টিয়ার ৫৮; এ সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমরা এমন একটি 'নৈতিক সমাজের' স্বপ্ন দেখি যেখানে প্রতিটি স্বচ্ছল মানুষ তার নিজ সন্তানের পাশাপাশি কমপক্ষে একজন মোরাল চাইল্ডকে সহযোগিতা করবেন। ওরা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওদের পরিবারের পাশাপাশি সমাজের আরো কিছু পিছিয়ে পড়া মানুষকে টেনে তুলবে। "একটি আলোর কণা পেলে লক্ষ প্রদীপ জ্বলে, একটি মানুষ মানুষ হলে বিশ্বজগৎ টলে" কবির এই কথাটিকে আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। আমরা দেশের প্রতিটি অন্ধকার ঘরে এমন একটি আলোর শিখা জ্বালাতে চাই যার মাধ্যমে আলোকিত হবে প্রতিটা পরিবার, সমাজ আর এভাবেই আলোকিত হবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি।

ড. মাহবুব, প্রতিষ্ঠাতা, মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট।

২৯ জুন ২০১৯
জীবনযাপন

প্রথম আলো

কবির হোসাইন

তাঁরাও অভিভাবক

সন্তানের মতো ভালোবেসেই বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের খোঁজ রাখেন নৈতিক অভিভাবকেরা। ছবি : সংগৃহীত

'আমি তাঁকে দেখিনি কখনো। তিনিও দেখেননি আমাকে। কিন্তু মাসান্তে বৃত্তির টাকাটা ঠিক এসে পৌঁছে যায় আমার হাতে। আমি টের পাই, না দেখা সেই মানুষটি অদৃশ্যভাবে সব সময় আমার পাশেই আছেন। আমার আজন্ম কৃতজ্ঞতা সেই নৈতিক অভিভাবকের প্রতি।'

মুঠোফোনের অন্য প্রান্ত থেকে সুমাইয়া আশরাফের কৃতজ্ঞতার অনুভূতি এভাবেই ভেসে আসে। এপ্রান্ত থেকে তাঁর মুখটা দেখা যায় না। কিন্তু চোখ বন্ধ করে তাকালে ঠিক দেখতে পাওয়া যায়, কৃতজ্ঞতাবোধের ঔজ্জ্বল্যে সব মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কুষ্টিয়ায় অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী মেধাবী সুমাইয়া আশরাফ তাঁর বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। নৈতিক অভিভাবকত্বের মানবিক ধারণাটি তাঁর পিতার মৃত্যুতে ফ্যাকাশে হয়ে আসা স্বপ্নকে আবার রঙিন করে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

মাগুরার এক প্রত্যন্ত গ্রামের রাজিব হোসেনের গল্পটিও নাড়া দেয় আমাদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন যখন ধীরে ধীরে দুঃস্বপ্নে রূপান্তরিত হচ্ছিল, ঠিক তখনই একজন 'মোরাল প্যারেন্ট' (নৈতিক অভিভাবক) পাশে এসে দাঁড়ান। রাজিব এখন মাৎস্যবিজ্ঞান বিভাগে তৃতীয় বর্ষে পড়ছেন। 'আমার নৈতিক অভিভাবক সৌদিপ্রবাসী। যখনই প্রয়োজন হবে, আমি সন্তানের মতোই তাঁর পাশে থাকব আজীবন, বলছিলেন রাজিব।

শুধু রাজিব হোসেন কিংবা সুমাইয়া আশরাফই নন, সেলিম রেজা, হাবিবুর রহমান, জ্যোতি খাতুন কিংবা রিয়াজুল ইসলাম; এমন আরও অনেক স্বপ্নাহত-স্বপ্নভাঙা মানুষের কেবল ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প জড়িয়ে আছে 'নৈতিক অভিভাবকত্ব' ধারণাটির সঙ্গে।

নৈতিক অভিভাবকত্ব এবং একজন মাহবুবুর রহমান

'নৈতিক অভিভাবকত্ব' ইংরেজি 'মোরাল প্যারেন্টিং' এর বাংলাকরণ। ২০০৪ থেকে ২০০৬ সাল অবধি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হয়ে শিক্ষা সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়ানোর কাজ করেন ড. মো. মাহবুবুর রহমান। পেশাগত জীবনের আহ্বানে যখন ছেড়ে আসেন কাজটি, তখনই একটি সুতীব্র অনুভূতি অনুভব করেন নিজের ভেতর। কত অসম্ভব মেধাবী শিক্ষার্থী ঝরে যায় অল্প কিছু অর্থের জন্য! এরপর বৃত্তি নিয়ে জাপানে পড়তে গিয়ে দেখেছেন সে দেশের শিক্ষার্থীদের প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন। মালয়েশিয়ায় অধ্যাপনা করতে গিয়ে খুব কাছ থেকে দেখেছেন সে দেশের শিক্ষার্থীদের। তখন থেকেই প্রাপ্ত বৃত্তির একটি ছোট অংশ কিংবা উপার্জিত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক পাঠাতেন মায়ের কাছে। মা সেই টাকা দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন কিংবা কিনে দিতেন শিক্ষাসরঞ্জাম। একসময় বুঝতে পারলেন, বিদেশ বিভূঁই থেকে কিছু অর্থসাহায্য পাঠিয়ে খুব একটা কার্যকরী উপকার করতে পারছেন না। সত্যিকারভাবেই কল্যাণমূলক কিছু করতে হলে খুব কাছ থেকে নিবিড়ভাবে করতে হবে। দেশে ফিরে আসার অন্যান্য কারণের সঙ্গে এ বিষয়টিও গভীরভাবে জড়িয়ে যায়। দেশে ফিরে এসে২০১৬ সালের জুলাই মাস থেকে নৈতিক অভিভাবকত্বের ধারণাটি নিয়ে আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু করেন। প্রথমে নিজের ঘনিষ্ঠজনদের কাছে তুলে ধরেন ধারণাটি। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থী খুঁজে বের করে সচ্ছল সহৃদয় কোনো বন্ধুকে অনুরোধ করেন অন্তত একজন শিক্ষার্থীর দায়িত্ব নিতে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব যখন সাড়া দিতে শুরু করলেন, বুকে সাহস পেলেন মাহবুবুর রহমান। একসময় বন্ধুর বন্ধু, তাঁদের পরিচিতজন এবং ধীরে ধীরে অপরিচিতজন অনেক মানবিক মানুষ এগিয়ে এলেন।

মানবিক এবং সম্ভাবনাময় মানুষদের মিলবন্ধন

নৈতিক অভিভাবক এবং নৈতিক সন্তানদের মধ্যে একটি মানবিক সেতুবন্ধ মোরাল প্যারেন্টিং প্রত্যয়টি। এই কর্মযজ্ঞের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক মানুষ যেমন মানবতার আলোয় উদ্ভাসিত, তেমনি সম্ভাবনাময় জীবনের প্রতি, শ্রদ্ধাশীল। বর্তমানে ৯০ জন নৈতিক অভিভাবক ২০০ জনের অধিক মোরাল চাইল্ডের (নৈতিক সন্তান) দায়িত্ব পালন করছেন। এই অভিভাবকদের অধিকাংশই জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে সংগ্রাম করে সংগ্রামে সফল হয়েছেন। ফলে জীবন নিয়ে নিরন্তর সংগ্রাম করে চলা শিক্ষার্থীদের প্রতি একধরনের নৈতিক দায়বদ্ধতাই যেন অনুভব করেন তাঁরা।

ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দেওয়া হয় এই বৃত্তি। বৃত্তির টাকার অঙ্কটি খুব বেশি নয়। কিন্তু অঙ্কের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গড়ে ওঠা সম্পর্ক। যে সম্পর্ক শুধু বৃত্তি দান-গ্রহণে সীমাবদ্ধ নয়, বরং পিতামাতা-সন্তানের এক চিরায়ত সম্পর্ক। হুলুস্থুল জীবনের কাজ ফুরিয়ে যায় একসময়, ব্যস্ততা কমে যায়, ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে মানুষ, প্রিয়জনেরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। সেই নিষ্প্রভ সময়ে এই অগণন নৈতিক সন্তানদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই পাশে এসে দাঁড়াবে। নৈতিক সন্তানেরা নিয়মিত চিঠি লিখে নিজেদের কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা জানায় নৈতিক অভিভাবকদের। মাঝেমধ্যে মুঠোফোনে যোগাযোগ, অভিভাবকদের দিকনির্দেশনা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণার এক অনুপম উৎস যেন। ৪ মে মোরাল প্যারেন্টিংয়ের সাত সদস্যবিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়েছে। জনপ্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী যুক্ত হয়েছেন উপদেষ্টা হিসেবে। নৈতিক সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে এই মানবিক আহ্বানে এগিয়ে আসছেন আরও অনেকেই।

"নৈতিক অভিভাবক হওয়ার জন্য অর্থের প্রাচুর্য নয়, বরং মানবিক হৃদয়ের অধিকারী হওয়া চাই" বলেছিলেন ড. মাহবুব। সৎ পথে উপার্জিত অর্থ দান-দক্ষিণার মানসিকতায় নয়, বরং নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই প্রতিটি মোরাল প্যারেন্ট দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। কতগুলো প্রতিশ্রুতি রয়েছে নৈতিক সন্তানদেরও। প্রাপ্ত বৃত্তি শুধুই শিক্ষার কাজে ব্যয় করা, কোনো অনৈতিক কাজে না জড়ানো কিংবা নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঠিক একইভাবে অন্তত দুজন নৈতিক সন্তানের দায়িত্ব নেওয়ার এমনই সব প্রতিশ্রুতি।

৯০ শতাংশ তত্ত্ব

জীবনের শতভাগের সবটুকু শুধুই নিজের জন্য ব্যয় করে কতটুকু সুখী হতে পারে মানুষ। নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি সবার জন্য শতভাগ দিয়েও একটি শতভাগ সুখী জীবন কি নিশ্চিত করা যায়! বরং ব্যাপারটি যদি এমন হয়, ৯০ ভাগ থাকুক নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য, বাকি দশ ভাগ থাকুক সমাজের জন্য, পরের জন্য। নিজ মেধা, শ্রম, অর্থ এবং সময় সব কিছুর ১০ শতাংশ ব্যয়িত হোক পরার্থে। তাহলে একটি অর্থপূর্ণ আনন্দময় জীবন বোধ হয় পাওয়া যেতে পারে। এভাবেই ৯০ শতাংশ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করছিলেন তত্ত্বের উদ্ভাবক মো. মাহবুবুর রহমান। যে তত্ত্বটি মোরাল প্যারেন্টিং ধারণাটির অন্যতম অনুঘটক।

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো।

নিয়মিত বৃত্তি প্রকল্প ঃ

মোরাল চাইল্ডদের প্রধান সমস্যা যেহেতু আর্থিক অসঙ্গতি তাই আমাদের প্রথম কাজ ওদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি সংগ্রহ করে দেওয়া। মূলত শিক্ষকদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অদম্য মেধাবীদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়; তাছাড়া মোরাল চাইল্ডরাও সরাসরি আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারে। প্রাথমিক যাচাই-বাছাই শেষে বৃত্তি সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার্থীর তথ্য আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেইজ ও টাইম লাইনে প্রকাশ করা হয়। সমাজের উদার ও মানবিক হৃদয়ের অধিকারী কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিতে চাইলে তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে দেওয়া হয়। মোরাল প্যারেন্টগণ প্রয়োজনে অধিকতর যাচাই-বাছাই করে বৃত্তি প্রদানের জন্য নিজ নিজ মোরাল চাইল্ডকে নির্বাচন করতে পারেন।

৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ০৬ টি লেভেলে ভাগ করে একটি ন্যুনতম বৃত্তির পরিমান ধরা হয়। কেউ মোরাল প্যারেন্ট হতে গেলে কমপক্ষে একজন শিক্ষার্থীকে এক বছরের জন্য এই বৃত্তি দিতে হয়। এর বাইরেও ভর্তি-রেজিস্ট্রেশন, বিপদে আপদে অতিরিক্ত সহায়তা এবং উৎসবে উপহার প্রদান করা হয়।

মোরাল প্যারেন্টকে তার মোরাল চাইল্ডের সকল তথ্য প্রদান করা হয়; তিনি সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। মোরাল চাইল্ডও নিয়মিত নিজ হাতে চিঠি লিখে তার সম্পর্কে মোরাল প্যারেন্টকে জানানোর পাশাপাশি আমাদের নিকট তার ফলাফল সম্পর্কিত প্রতিবেদন পাঠায়। শিক্ষার্থীকে স্থানীয় ভাবে দেখাশুনা করা এবং যাতে যাতে বৃত্তি পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষককে ভলান্টিয়ার নিযুক্ত করা হয়।

সকল প্রকার তথ্য সংরক্ষণ, সদস্যদের জন্য তা পর্যবেক্ষণ এবং আর্থিক f বিষয়ে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে মোরাল প্যারেন্টিং এর সার্বিক কার্যক্রম MPSoft নামক সফটওয়্যারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রত্যেক মোরাল প্যারেন্ট তার একাউন্টে ঢুকে তার আর্থিক লেনদেন এবং মোরাল চাইল্ডের সকল তথ্য দেখতে পারেন।

সোনিয়া শারমিন, সমন্বয়ক, নিয়মিত বৃত্তি প্রকল্প ও সাধারণ সম্পাদক, মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট এবং শিক্ষিকা, ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, বিজয়, চট্টগ্রাম।

বৃত্তির জন্য অপেক্ষমান মোরাল চাইল্ড

নাম ও বার্ষিক বৃত্তির পরিমান	শ্রেনী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	পূর্বের পরীক্ষার GPA ও জেলা	ছবি	মন্তব্য
মুফলিহা জান্নাত (৬,৪০০ টাকা)	৬ষ্ঠ শ্রেনি, অরন্য স্কুল, লালমনিরহাট	Autopass Roll 02 out of 60 students		মেয়েটার মা বাক প্রতিবন্ধী, এখন প্যারালাইসিস রুগী। দিনমুজুর বাবা সংসার চালিয়ে, মায়ের চিকিৎসার খরচ দিয়ে মেয়েকে পড়াশুনার খরচ দিতে পারেন না। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ও ভাল রেজাল্ট করছে।
ইমন হোসেন (৯,৪০০ টাকা)	১১শ শ্রেনি, কে সি কলেজ, ঝিনাইদহ	PEC-4.75 JSC-4.75 SSC-5.0		বাবা দরিদ্র কৃষক, ওরা কয়েক ভাই বোন পড়াশুনা করে। সংসারের ভরণপোষণ চালিয়ে পড়াশুনার খরচ দিতে পারছেন না। ইমন পুলিশ অফিসার হতে চায়।
ইসার ফারিহা (৭,৭০০ টাকা)	৯ ম শ্রেনি, নেত্রকোনা গার্লস হাইস্কুল	PEC-5.0 JSC-5.0		মেয়েটি তার পুরা আবেদনপত্র সুন্দর ইংলিশে লিখেছে; বুঝা যায় খুব মেধাবী স্টুডেন্ট। বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখে সে। ওর বাবা অসুস্থ হয়ে বেকার হয়ে পড়েছেন; পড়াশুনা চালানোর জন্য একটি বৃত্তি খুব প্রয়োজন।
সাকিব হোসেন নিরব (৯,৪০০ টাকা)	১২শ শ্রেনি, জনতা কলেজ, নীলফামারী	JSC-5.0 SSC-5.0 HSC-5.0		সকল পরীক্ষার GPA-5 পাওয়ার পরও পড়াশুনা চালানো নিয়ে সারাক্ষন দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়। দরিদ্র কৃষক বাবা পড়াশুনার খরচ দিতে পারেন না। সাকিব সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

নাম ও বার্ষিক বৃত্তির পরিমান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	পূর্বের পরীক্ষার GPA ও জেলা	ছবি	জীবন সংগ্রামের গল্প
কার্তিক বিশ্বাস (২১,৩০০ টাকা)	সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ	JSC- 4.88 SSC- 5.0 HSC- 5.0 (নড়াইল)	সিনিয়র স্টুডেন্টের ছবি পাবলিকলি দেওয়া হয় না, তবে কেও বৃত্তি দিতে চাইলে তাকে সব তথ্য দেওয়া হবে।	মেডিকেল পড়ার খরচ দরিদ্র কৃষক বাবার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। মোরাল প্যারেন্টিং এর বৃত্তি আর নিজের টিউশনির কিছু ইঙ্কাম দিয়ে চলছিল। কিন্তু এই মাস থেকে মোরাল প্যারেন্ট আর বৃত্তি কন্টিনিউ করতে পারছেন না; একটি বৃত্তির খুব প্রয়োজন।
জাহিদুল ইসলাম (১৭,৩০০ টাকা)	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	SSC- 5.0 HSC- 4.92 (জামালপুর)		সামান্য কিছু জমি ছিল তাও নদী ভাঙ্গনে চলে গেছে; বাবা এখন ভূমিহীন কৃষক; অন্যের জমিতে কাজ করেন। জাহিদুল টিউশনি করে চলত কিন্তু সেটাও করোনার কারনে বন্ধ হয়ে গেছে।
নাজমুল হক (১৭,৩০০ টাকা)	২য় বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	JSC- 5.0 SSC- 5.0 HSC- 5.0 (বগুড়া)		বাবা কৃষক কিন্তু ওদের অধিকংশ জমি যমুনা নদীর গর্ভে বিলীন হয়েছে; এখন সংসার চালানোই দায়। নাজমুল টিউশনি করে চলত কিন্তু করোনার কারনে সেগুলো ও চলে গেছে।
আহনাফ তাহমিদ রিশাদ (১৭,৩০০ টাকা)	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় রংপুর	JSC- 4.79 SSC- 5.0 HSC- 4.14 (কুড়িগ্রাম)		বাবা মারা যাবার পরে চরম আর্থিক দুরবস্থায় পড়েছিল, এই অবস্থায় মোরাল প্যারেন্টিং এর বৃত্তি আশার পথ দেখায়। কিন্তু এই মাস থেকে মোরাল প্যারেন্ট আর বৃত্তি কন্টিনিউ করতে পারছেন না; একটি বৃত্তির খুব প্রয়োজন।

১০০ বই পড়া উৎসব প্রকল্প

আলোকিত মানুষ হতে হলে বই পড়ার বিকল্প নেই কিন্তু আমাদের মোরাল চাইল্ডরা যেখানে ঠিকমত পাঠ্যপুস্তকই কিনে পড়তে পারেনা সেখানে অতিরিক্ত বই কিনে পড়ার চিন্তা অবান্তর। তাছাড়া সোশাল মিডিয়ার যুগে পাঠ্য বইয়ের বাইরে অতিরিক্ত বই পড়ার অভ্যাসও দিনে দিনে প্রায় হারাতে বসছে। তাই বৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি মোরাল চাইল্ডদের আলোকিত জীবন গড়ার প্রত্যয়ে এই ১০০ বই পড়া কর্মসূচির সূচনা।

আমাদের দেশে ভালো লাইব্রেরী-ব্যবস্থাপনা এখনো গড়ে উঠেনি, তাই লাইব্রেরীর অসংখ্য বইয়ের ভীড়ে উপযুক্ত বই খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এই বাস্তবতার নিরিখে আমরা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মোরাল চাইল্ডদের জন্য উপযুক্ত ১০০ টি ভাল বই সংগ্রহ করে ওদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। প্রথমে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের নির্বাচিত সেরা ১০টি করে বই এর তালিকা সংগ্রহ করেছি। সেই সাথে মোরাল প্যারেন্টদের পছন্দ মিলিয়ে ১০০ টি সেরা বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই বইগুলোর ১০টি করে নিয়ে মোট ১০টি সেট এ ভাগ করা হয়েছে। এর পর এমন ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে যেখানে বা তার আশেপাশে আমাদের কমপক্ষে ১০ জন মোরাল চাইল্ড আছে। এই ১০ সেট বই নির্বাচিত ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি এর নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। একটি নির্দিষ্ট সময় পর বইগুলো পড়া শেষে সেগুলো মোরাল চাইল্ডরা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করে থাকে যেন সবারই সব বই পড়া হয়ে যায়। আমরা ওদের বই পড়া মনিটরিং করি; এটাকে একটা উৎসবে পরিণত করতে কুইজ, রিভিউ আড্ডা এবং প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করি। আমরা আশা করি "১০০ বই পড়া উৎসব" শুধু ১০০ বইয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে এমন নয়; বই এবং পাঠকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। আমরা চাই, প্রতিটি মোরাল চাইল্ডের যেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়ার পূর্বে কমপক্ষে ১০০ টি বই পড়া শেষ করে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য মোরাল চাইল্ডদের মধ্যে স্বকীয়তা ও জীবনবোধ জাগ্রত করা, আত্মবিশ্বাসী করা এবং ওদের স্বপ্ন বড় করা। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনমুখী বিষয়ে সুখপাঠ্য মননশীল বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠার মাধ্যমে ওদের সুস্থ মানসিকতার বিকাশ ঘটবে এবং শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি। এর থেকে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে ওরা নিজের জীবন গড়ার পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখবে- এটাই আমাদের চাওয়া।

১০০ বই পড়া উৎসবের যাত্রা শুরুর প্রাক্কাল

মোঃ রবিউল ইসলাম রবি, সমন্বয়ক, ১০০ বই পড়া উৎসব, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।

শীতবস্ত্র উপহার প্রকল্প

আমাদের দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে দরিদ্র অসহায় মানুষের জন্য শীতের কষ্ট অন্যতম। শীতকালে বিশেষ করে অস্বচ্ছল পরিবারের শিশু-কিশোর ও প্রবীণ ব্যক্তিরা শীতবস্ত্রের অভাবে নিদারুন কষ্টে দিনাতিপাত করে থাকে। তাদের কষ্ট কিছুটা লাঘব করতে ২০২০ সাল হতে মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট চালু করেছে শীতবস্ত্র উপহার প্রকল্প। এই শীতবস্ত্র উপহার কর্মসূচীটি দেশে চলমান গতানুগতিক ধারা হতে কিছুটা ব্যতিক্রম। কোনো কিছু পাওয়ার মত দেওয়ার মধ্যেও যে প্রকৃত আনন্দ নিহীত রয়েছে সেই সুখটা উপভোগের সুযোগ প্রদানের জন্য সরাসরি মোরাল চাইল্ডদের মাধ্যমে শীতবস্ত্র উপহার প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রথমত মোরাল প্যারেন্টিং এর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মোরাল চাইল্ডদের মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ এলাকার সবচেয়ে দুস্থ ও অসহায় পরিবারের ১০ জনের (শিশু ও প্রবীণ) তালিকা সংগ্রহপূর্বক একটি প্রকল্প নির্ধারণ করা হয়। প্রাপ্ত তালিকার যথার্থতা যাচাই সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের শীতবস্ত্র কেনার জন্য মোরাল প্যারেন্টদের নিকট হতে তহবিল সংগ্রহ করা হয়। একটি প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত অর্থের পরিমান ৫২০০ টাকা (কাপড় কেনা ৫০০০/- + অন্যান্য খরচ ২০০/-); ১৩০০ টাকার গুণিতক যে কোনো পরিমাণ অর্থ (মোরাল প্যারেন্টগণই প্রকল্পের মূল দাতাগোষ্ঠী) কেউ চাইলে তার সামর্থ্য / ইচ্ছা অনুযায়ী দিতে পারেন। কোনো প্রকল্পের তহবিল সংগ্রহের পর সংশ্লিষ্ট মোরাল চাইল্ড তালিকায় উল্লেখিত মানুষদের পছন্দের রঙ, সাইজ অনুযায়ী নতুন শীতবস্ত্র কিনে তাদের বাড়ীতে পৌঁছে দেয়। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মোরাল চাইল্ডরা শিশু/প্রবীনদের কে দোকানে নিয়ে তাদের পছন্দ মত কাপড় কিনে দেয়। ফলে সুবিধাভোগী মানুষগুলো জানবে এটা তাদের জন্য একটি উপহার ; কোনোক্রমেই কোন দান বা অনুগ্রহ নয়। কাজ শেষে মোরাল চাইল্ড তার কার্যক্রমের বিস্তারিত রিপোর্ট (বিবরণ, হিসাব, ছবি)

মোরাল প্যারেন্টিং এর কার্যক্রম

ই-মেইলে অর্থ দাতার এবং মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টের নিকট পাঠিয়ে থাকে।
এই প্রকল্প মূলত দুটি উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়ঃ প্রথমত প্রকৃত অসহায় মানুষকে তার জন্য উপযুক্ত শীতবস্ত্র উপহার দেওয়া। দ্বিতীয়ত আমাদের মোরাল চাইল্ডদের সামাজিক কাজে উদ্বুদ্ধ করা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০ সালে আমাদের মোরাল চাইল্ডরা অনেক মর্মস্পর্শী এবং আনন্দদায়ক ঘটনার সাক্ষী হয়েছিল। আশা করি প্রতিবছর আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, মোরাল প্যারেন্ট, মোরাল চাইল্ড ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতায় শীতবস্ত্র উপহার প্রকল্প চলমান থাকবে এবং প্রকৃত অস্বচ্ছল পরিবারের শীতার্ত কিছু মানুষ এর সুবিধাভোগী হবেন।

রওশন আরা ফেরদৌসী, সমন্বয়ক, শীতবস্ত্র উপহার প্রকল্প, ভাইস প্রিন্সিপাল, ড্যাফোডিল কলেজ, ঢাকা।

স্বাবলম্বী প্রকল্প

বিশ্বব্যাপী Covid-১৯ এর প্রভাবে যখন সমগ্র পৃথিবী স্তব্ধ, বিপর্যস্ত, দরিদ্র মানুষগুলো তাদের ভবিষ্যত নিয়ে শঙ্কিত তখন আমাদের সংগ্রামী মোরাল চাইল্ডদের অনেকের জীবনই থমকে গিয়েছিলো। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে কারো টিউশনি, কারো পার্ট টাইম জব, কারো অন্য যে কাজ করত তা বন্ধ হয়ে যায়। পড়াশুনা নেই, কাজ নেই সংসারের আর্থিক অনটনে যখন ওরা দিশেহারা তখন ওদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে মোরাল প্যারেন্টিং এর স্বাবলম্বী প্রকল্প চালু করা হয়। এই দুঃসময়ে ওরা যেন হতোদ্যম না হয়ে যায়, বরং নিজেরা কিছু করে স্বাবলম্বী হতে পারে, নিজেদের পরিবারের আয় বর্ধনে কিছুটা অবদান রাখতে পারে- এই লক্ষ্য নিয়ে প্রজেক্টটি শুরু করা হয়। এটি ওদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠারও হাতেখড়ি।

প্রথমে ওদের কাছে নিজেদের পছন্দ মত প্রজেক্ট প্রপোজাল চাওয়া হয়। ওরা হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, কবুতর, পাখি পালন, মাছ, সবজি চাষ, সেলাই এর কাজ, হাতের কাজ, ফ্রি-ল্যান্সিং ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে প্রস্তাব পাঠায়। সেগুলো যাচাই বাছাই করে তহবিল সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়। বেশ কিছু হৃদয়বান ব্যক্তি এগিয়ে আসেন। প্রতিটি প্রজেক্টে ৭০০০ / ৮০০০ টাকা দেওয়া হয়, ওরা সেটা দিয়ে নিজেদের মত করে কাজ শুরু করে, এভাবে ৩ পর্যায়ে এখন পর্যন্ত (ডিসেম্বর ২০২১) ১০৭ টি প্রজেক্ট চলমান।

মূল কাজটা ওরা করলেও আমরা শুধু ওদের টাকা দিয়েই ছেড়ে দেইনি, বরং প্রতিটা প্রজেক্টে স্থানীয় পর্যায়ে একজন করে ভলান্টিয়ার ও একজন পরামর্শক নিযুক্ত করা হয়েছে। পশু পালন সম্পর্কিত ট্রেনিং এর আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি মাসে রিপোর্ট পাঠানোয় ওদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। অনলাইনে মাসিক সভা আয়োজন করে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় । প্রায় ৯০ শতাংশ ছেলেমেয়ে তাদের প্রজেক্ট ঠিকমত চালু রেখেছে এবং নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করে আসছে।

খুব ভালো লাগে যখন ওরা জানায় এই প্রকল্পের উপার্জন থেকে তারা কিছুটা হলেও পরিবারকে সহায়তা করতে পারছে আর কষ্ট লাগে যখন দেখি শত্রুতা করে কেউ প্রজেক্টের ক্ষতি করছে অথবা বন্যার পানিতে তাদের প্রকল্প ভেসে গেছে বা ছাগলের বাচ্চাটা মারা গিয়েছে। আবার আশান্বিত হই যখন দেখি হতাশা তাদের স্পর্শ করতে পারেনি, বরং আবারো তারা ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে। এই অল্পবয়সী ছেলে মেয়েদের থেকে শিক্ষা নেওয়ার আছে, দৃঢ়প্রত্যয়ী ওরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন বুনছে। প্রথাগত চাকুরি খোঁজার পরিবর্তে উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। কৃতজ্ঞতা জানাই সেইসব মহৎ প্রাণ মানুষের প্রতি যারা এদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

আফসানা রহমান, সমন্বয়ক, স্বাবলম্বী প্রকল্প ও যুগ্ম পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অনলাইন লেকচার সিরিজ প্রকল্প

করোনায় দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার কারণে ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতে অলস সময় কাটাচ্ছিল। মূলত সেই সময়টাতে এই কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং তা এখনও চলছে। আমাদের মোরাল চাইল্ডরা একটু পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে উঠে আসা; অধিকাংশেরই মা-বাবা অশিক্ষিত। জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ওদেরকে সঠিক গাইডেন্সের অভাব রয়েছে। তাই, ওদের বৈষয়িক, সামাজিক ও নৈতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এই অনলাইন এ লেকচার সিরিজের আয়োজন করা হয়। দেশে ও প্রবাসে বসবাসকারী বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ মোরাল প্যারেন্টগণ ওদের উদ্দেশ্যে লেকচার দেন, ওদের কথা শোনেন এবং সেই অনুযায়ী পরামর্শ দেন। প্রতি মাসে সাধারনত ১-২ টি লেকচার আয়োজন করা হয়। ভবিষ্যতে এ কাজে দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গকে যুক্ত করার পরিকল্পনা আছে।

আমিনুল হক বিপ্লব, সমন্বয়ক, অনলাইন লেকচার সিরিজ প্রকল্প, সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

ফ্রি চিকিৎসা পরামর্শ প্রকল্প

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে চিকিৎসা অন্যতম হলেও অবস্থা খুব খারাপ না হওয়া পর্যন্ত অনেক স্বচ্ছল মানুষও এ বিষয়ের প্রতি ততটা গুরুত্ব দেয়না। অনেকেই ভুল চিকিৎসা নিয়ে আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে। গ্রাম গঞ্জের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ এখনো ওঝা, কবিরাজ, গাছ-গাছড়া, ঝাড়-ফুক, পানি পড়া, তেল পড়ার মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণে অভ্যস্থ। অসুস্থ হলে দোকান থেকে ঔষধ কিনে খাওয়ার লোক সমাজে এখনো বিদ্যমান। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল আমাদের মোরাল চাইল্ড এবং তাদের পরিবারও এর ব্যতিক্রম নয়। তাইতো মোরাল চাইল্ড এবং তাদের বাবা-মায়ের সঠিক চিকিৎসার সুযোগ লাভের জন্য মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টের রয়েছে ফ্রি চিকিৎসা পরামর্শ প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ৭ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সেবা প্রদান করেন। কোন ডাক্তারের সঙ্গে কখন যোগাযোগ করা যাবে তার একটি নির্দিষ্ট সময়সূচি রয়েছে। তবে জরুরি পরিস্থিতিতে প্রকল্পের মনোনীত সমন্বয়ক এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণেরও সুযোগ রয়েছে।

ডাক্তারগণ মোরাল চাইল্ডদের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে অনলাইনে রোগীর সাথে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করে প্রেসক্রিপশন দিয়ে থাকেন, পরবর্তী করণীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন এবং জটিল রুগিদের হাসপাতালে ভর্তি ক্ষেত্রেও সহায়তা প্রদান করেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট চিকিৎসা ব্যয়ও সংগ্রহ করে দিয়ে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষ ডাক্তারগণ সরাসরিও মোরাল চাইল্ড ও তাদের বাবা-মাকে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। বর্তমানে আমাদের প্রায় ৪০ জন মেডিকেল পড়ুয়া মোরাল চাইল্ড আছে; এরা পাশ করে ডাক্তার হলে আমাদের এই প্রকল্পের কলেবর ও পরিধি আরও বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

একজন মোরাল চাইল্ডের মাকে চিকিৎসা প্রদান করছেন ফ্রি চিকিৎসা পরামর্শ প্রকল্পের সমন্বয়ক ডা. সুমি আক্তার

ডা. সুমি আক্তার (এমবিবিএস, সিসিডি, ডিএমইউডি, এডিএসএস), সমন্বয়ক, ফ্রি চিকিৎসা পরামর্শ প্রকল্প এবং গাইনোক্লোজিস্ট, ল্যাব এইড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, মাগুরা।

Morality Shop বা নৈতিক দোকান প্রকল্প

Morality Shop বা নৈতিক দোকান Moral Parenting Trust পরিচালিত আরেকটি প্রকল্প। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমরা স্কুলে শিক্ষা উপকরণ এবং টিফিন ফুডের দোকান পরিচালনা করি যেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে। এই দোকানের বিশেষত্ব হলো এখানে কোন দোকানদার থাকে না। ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয় তারা যেন সঠিক পণ্য-মূল্য নির্দিষ্ট বাক্সে রেখে যায়। এই শপ সংশ্লিষ্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পরিচালনা করে । এই শপের প্রতিটি জিনিষের দুই ধরণের মূল্য থাকে-একটা ন্যূনতম মূল্য (যা বাজার মূল্যের চেয়ে কম) আর একটা সর্বোচ্চ মূল্য (যা বাজার মূল্যের সমান)। ছাত্রছাত্রীরা যে কোন মূল্যে জিনিস কিনতে পারে; কিন্তু যদি সে বাজার মূল্যে জিনিসটা কেনে তাহলে তার অতিরিক্ত অর্থ Morality Fund এ জমা থাকে, যা দিয়ে বছর শেষে ঐ স্কুলের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ উপহার দেওয়া হয়।

আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি শিশু-ই সৎ হয়ে জন্ম গ্রহণ করে; কিন্তু পরবর্তীতে চর্চার অভাবে আর সিস্টেমের যাতাকলে পড়ে অনেকে অসৎ হয়ে যায়। তাই ছাত্রছাত্রীদের জন্য সততার ও নৈতিকতা চর্চা করার একটা ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের এই প্রয়াস।

আমরা জানুয়ারী, ২০১৭ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সন্তোষপুর বালিকা বিদ্যালয়ে আমাদের পাইলট প্রকল্প শুরু করেছিলাম; দোকানটি খুব ভাল চলছিল। প্রাথমিক বিনিয়োগের পর আর কোন টাকা দেওয়া লাগেনি, তার মানে ছাত্রছাত্রীরা সততার সাথে সেটি পরিচালনা করেছে। কিন্তু করোনার কারণে দীর্ঘ দিন স্কুল বন্ধ থাকায় সব এলোমেলো হয়ে গেছে। সুদিন ফিরলে আমাদের Morality Shop আবার চালু হবে এবং ক্রমান্বয়ে তা সারা দেশে ছড়িয়ে দিব, ইনশাআল্লাহ্!

মোঃ ফয়জুল্লাহ আল মামুন, সমন্বয়ক, Morality Shop বা নৈতিক দোকান প্রকল্প, ব্যাংকার।

Ten Taka Tuition প্রকল্প

Moral Parenting Trust পরিচালিত আরেকটি প্রকল্পের নাম Ten Taka Tuition। এটি মূলত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মোরাল চাইল্ডরা পরিচালনা করে। দেশের প্রায় প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের মোরাল চাইল্ড আছে। যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে মোরাল চাইল্ড সংখ্যা ১০ এর অধিক তারা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশের কোন স্কুলের অতি দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের নাম মাত্র মূল্যে টিউশনি করায়। স্থানীয় স্কুলের শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে স্কুলেই ব্যাচ করে মোরাল চাইল্ডরা ক্লাশ নেয়। অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা টাকার অভাবে প্রাইভেট পড়তে পারে না, রেজাল্ট খারাপ করে একসময় ঝরে যায়; মূলত এসকল ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করার জন্য আমাদের এই প্রকল্প। এছাড়া মোরাল চাইল্ডরা ছুটিতে বাড়িতে গেলে নিজ নিজ এলাকার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভাবে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এর ফলে আমাদের মোরাল চাইল্ডদের সামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িত হওয়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এখানে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মাসে ১০ টাকা টিউশন ফি নেয়া হয়। মোরাল চাইল্ডদের আলাদা কোনো বেতন দেয়া হয় না, তবে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে তাদের নাস্তা এবং যাতায়াত বাবদ কিছু টাকা দেয়া হয়।

২০২০ সালের জানুয়ারী মাসে দিনাজপুরে হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে দুটি স্কুলে এই প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল । কিন্তু করোনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আপাতত সব কাজ বন্ধ আছে; সামনে আবার শুরু হবে ইনশাআল্লাহ।

মোঃ হাসান আলী, সমন্বয়ক, Ten Taka Tuition প্রকল্প, উন্নয়ন কর্মী ও ব্যবসায়ী।

প্রথম মোরাল প্যারেন্ট এর অভিব্যক্তি

প্রায় ১০ বছর আগে জাপানের ওসাকাতে থাকাকালীন সময়ে ডঃ মাহবুব ভাইয়ের সাথে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার শুরু। এরপর আমি চাকুরী সুত্রে সৌদি আরব আর উনি মালয়েশিয়া দু'বছর কাটিয়ে দেশে ফিরলেন। দেশে ফিরেই উনি এই চমৎকার উদ্যোগটা নিলেন; একদিন ফোনে মোরাল প্যারেন্টিং বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ হলো। বিক্ষিপ্ত অনুদানের চেয়ে উনার প্রস্তাবিত গোছানো ও সু-সংগঠিত প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগে; মুলত প্যারেন্টিং ব্যাপারটা আমাকে বেশী আকৃষ্ট করে। তাই, উনার প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয়ে যাই; শুরু হয় মোরাল প্যারেন্টিং এর সাথে আমার পথচলা।

মানুষের সহজাত প্রবণতা হলো অন্যের বিপদে পাশে দাঁড়ানো। তবে পারিপার্শ্বিক নানাবিধ জটিলতা কখনো কখনো আমাদেরকে প্রবৃত্তির দাস বানিয়ে ফেলে। আবার কাজের চাপে বা অলসতায় অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও অন্যের পাশে দাঁড়ানো হয়ে ওঠে না। মেধাবী ছেলেমেয়েদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের দায়িত্ব নেওয়া, তাদের বিপদে পাশে থাকা, স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধ করাসহ নানান কার্যক্রমের মাধ্যমে মোরাল প্যারেন্টিং প্লাটফর্ম মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কাজগুলোকে সহজ করে দিচ্ছে।

এই প্লাটফর্মের দারুন ব্যাপার হলো বৃত্তিপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের সাথে বৃত্তিদাতার সম্পর্কটা শুধু আর্থিক সহায়তা প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা। ছেলেমেয়েরা তাদের মোরাল প্যারেন্টদেরকে চিঠি লেখে, তাদের পড়ালেখার আপডেট জানায়, আবার সে কোনো বিপদেও প্যারেন্টদেরকে পাশে পায়। প্রবাসে বসে আমার মোরাল চাইল্ডদের মমতা ভরা চিঠিগুলি আমাকে আবেগে আপ্লুত করে, আমি প্যারেন্টিং এর স্বাদ পাই। এই প্লাটফর্ম মেধাবী ছেলেমেয়েদের শুধু সাহায্যই করছে না, তাদের মাঝে মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতেও সচেষ্ট। আমাদের ছেলেমেয়েরা এখনই বলতে শিখে গেছে যে, 'আমি এখন নিজেকে গুছিয়ে নিতে শিখেছি, আমার বৃত্তিটা অন্য কোনো মেধাবীকে দিন।'

আমাদের এই ছেলেমেয়েগুলো একদিন প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেরাও মোরাল প্যারেন্ট হতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সন্তানতুল্য এই মেধাবীদের মাঝে বেঁচে থাকুক আগামীর মোরাল প্যারেন্ট।

ড. তাহসিনুল হক, প্রথম মোরাল প্যারেন্ট ও সহকারী অধ্যাপক, কিং সাউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদি আরব।

মোরাল প্যারেন্ট
চঞ্চল চৌধুরী এর অভিব্যক্তি

জীবনটা শুধু একার বেঁচে থাকার জন্য নয়; সকলকে নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যেই স্বর্গীয় আনন্দ। মানুষ মানুষের জন্য আর স্বার্থপরতা আমাদের সকল মহৎ কর্মের অন্তরায়। বাঁচার জন্য কতটুকু প্রয়োজন, তা আমরা ভুলে গেছি! সবার সামর্থ্য সমান হবেনা, এটাই সত্য। তাতে দোষ বা ক্ষতি নেই; মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছাটা এখন খুব জরুরি। এই মহৎ উদ্দেশ্য আছে বলেই, আমি মোরাল প্যারেন্টিং এর কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানাই।

এমন একটা পৃথিবীর স্বপ্নই দেখেছি সব সময়, যা মোরাল প্যারেন্টিং করে দেখাচ্ছে। আমি সেই আয়োজনে একটু অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছি মাত্র। আমার এক সময়ের সহকর্মী বন্ধু ড. মাহবুব এর এই উদ্যোগ আমাকে অন্য এক পৃথিবী দেখবার সুযোগ করে দিয়েছে। আমার নিজের সন্তানের পাশাপাশি আরো একজন নৈতিক সন্তান ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত, এই গর্ব অনুভবের সুযোগ করে দিয়েছে মোরাল প্যারেন্টিং। সামর্থ্যবান প্রতিটি মানুষ কারো জন্য কিছু না কিছু করুক, এটা আমার একান্ত চাওয়া। তাহলেই পৃথিবীটা অনেক সুন্দর হবে। প্রতিটি সামর্থ্যহীন ছেলে মেয়ে আমাদের সন্তান হোক। ওদের ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে, আসুন আমরা আমাদের দ্বায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হই। আমাদের সন্তানেরা যোগ্য মানুষ হোক। আমরা মানবিক বাবা মা হয়ে ওদের সুন্দর ভবিষ্যত নিশ্চিত করি। মোরাল প্যারেন্টিং এর জয় হোক।

চঞ্চল চৌধুরী, মোরাল প্যারেন্ট ও খ্যাতিমান অভিনেতা।

বাংলাদেশী একজন
মোরাল প্যারেন্ট এর অভিব্যক্তি

মানুষকে সাহায্য করতে পারা বা স্রষ্টার সৃষ্টির উপকারে আসার সুযোগ পাওয়াটা-কে আমি সৌভ্যাগ্য হিসেবে দেখি। মোরাল প্যারেন্টিং-এর সাথে যুক্ত হবার মাধ্যমে আমি নিজেকে সেই সৌভাগ্যবানদের একজনই মনে করি।

মোরাল প্যারেন্টিং যে নীতি এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে সমাজের মেধাবী অথচ অসচ্ছল ছাত্রছাত্রীদেরকে তাদের পড়ালেখা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা আমার কাছে ব্যতিক্রমধর্মী বলে মনে হয়েছে।

সম্প্রতি মোরাল প্যারেন্টিং এর আওতায় মোরাল চাইল্ডদের জন্য আরো যেসব কল্যাণমূখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, বিশেষ করে কাউন্সেলিং, বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ গ্রহণ, বই পড়া কার্যক্রম, উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা ইত্যাদি অত্যন্ত প্রশংসার দাবী রাখে।

আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি ড. মাহবুব-কে তার অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ এবং উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার জন্য। আমি বিশ্বাস করি মোরাল প্যারেন্টিং-এর ধারণা সমাজের আরো গভীরে ছড়িয়ে পড়বে এবং তা দারিদ্র্য, বৈষম্য ইত্যাদি দূরীভূত করে আমাদেরকে আলোকিত সমাজের পথে ধাবিত করবে। মোরাল প্যারেন্টিং-এর সাথে জড়িত প্যারেন্ট, চিলড্রেন, ভলেন্টিয়ার, ব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য সবার জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভ কামনা।

খন্দকার এহতেশামুল কবীর, মোরাল প্যারেন্ট, যুগ্ম সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রবাসী বাংলাদেশী একজন
মোরাল প্যারেন্ট এর অভিব্যক্তি

সময়ের চাকা ঘুরে, জীবন যায়-জীবন আসে, স্বল্প পরিসরের এই জীবনকে অর্থবহ করে তোলার প্রচেষ্টা সহজাত প্রবৃত্তি। তবে এই প্রচেষ্টা গুলো তখনই অর্থবহ হয় যখন "মানুষ মানুষের জন্য" কথাটার সত্যিকার উপলব্ধি করা যায়। মোরাল প্যারেন্টিং আমার কাছে এমনই একটি আত্নিক প্রচেষ্টা বলে মনে হয় ।

কেউ যখন ভাল কিছু করতে চায় সেখানে সাহায্য করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। মানুষ যদি একবার বুঝতে পারে এটি সত্যিকারের ভালকাজ, তখন সেখানে সাহায্যের অভাব হয় না, মোরাল প্যারেন্টিং তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দূর দূরান্তের ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করে বড় হতে চায়, মানুষের জন্য কাজ করতে চায়; আবার দেশ বিদেশে থাকা মহৎপ্রাণ মানুষেরা তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন - মনুষ্যত্বের কি অসাধারণ দৃষ্টান্ত !

ছেলেমেয়েদের লেখা পড়ার খরচ চালানোর জন্য বৃত্তি দেয়ার পাশাপাশি মোরাল প্যারেন্টিং বই পড়া, শীতবস্ত্র উপহার কার্যক্রম, স্বাবলম্বী প্রজেক্টসহ নানারকম অসাধারণ উদ্যোগ নিয়ে যাচ্ছে যা ছেলেমেয়েদের মন মানসিকতা বিকাশে সাহায্য করার পাশাপাশি স্বাবলম্বী করে তুলছে। এই ধরণের উদ্যোগের সাথে সামান্য হলে ও জড়িত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ।

দোয়া করি, এসব ছেলেমেয়েরা বড় হবে; ইতিবাচক মানুষ হিসেবে নিজ ও দেশ-দশের জন্য সমৃদ্ধি বয়ে নিয়ে আসবে।

ড. তানভীর মোনাওয়ার, মোরাল প্যারেন্ট, ও প্রবাসী বাংলাদেশী, সিডনি, অস্ট্রেলিয়া।

মোরাল চাইল্ড-মোরাল প্যারেন্ট মিলন মেলা-মাগুরা ২০১৯

মোরাল প্যারেন্ট- মোরাল চাইল্ড একসাথে ইফতারী আয়োজন

স্বাবলম্বী পরিবার

ছয় বছর বয়সে আমার পিতা মারা যায়। আমার চাচারাও অতি দরিদ্র। ছোট ভাইসহ তিনটি মুখে আহার জোগানো তাদের পক্ষেও কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না। মা আমাদেরকে নিয়ে মামা বাড়ীতে আশ্রয় নেন। মামাদেরও নুন আনতে পানতা ফুরায়। অবশেষে অভাবের তাড়নায় আমার মা আমাকে ইয়াতিম খানায় ভর্তি করে দেন। মাঝে মধ্যে মা আমাকে দেখতে যেতেন। ইয়াতিম খানার উস্তাদজিরা ছিলেন খুবই ভালো। তারা আমাদের পড়াশুনার উপর জোর দিতেন। বাংলা, ইংরেজি, আরবি সবকিছুই ঠিকমত শিখতে হত। আমি দাখিল ও আলিম উভয় পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ হই। এদিকে আমার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ায় ইয়াতিম খানা কর্তৃপক্ষ আমার পড়া-লেখার খরচ বহন করা বন্ধ করে দেয়। নিরুপায় হয়ে আমি সেই মামার বাড়ীতেই ফিরে আসি। এদিকে মায়ের অবস্থা আগের চেয়েও বেশী খারাপ। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল হওয়ায় এলাকাবাসীর সহায়তায় আমি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যাই। শুরু হয় জীবনের নতুন অধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর বুঝেছি বাস্তব জীবনটা কতো কঠিন! কতবেলা চলে গেছে না খেয়ে তার খবর কেউ কখনো জানতে চায়নি। এমন সময় সৌরভ নামের আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মোরাল চাইল্ডের কাছে মোরাল প্যারেন্টিং এর কথা শুনে বৃত্তির জন্য আবেদন করি। আমেরিকা প্রবাসী ফাহমিদা সুলতানা ম্যাম আমাকে মোরাল চাইল্ড হিসেবে গ্রহণ করেন। অতঃপর মোরাল প্যারেন্টিং এর বৃত্তি এবং টিউশনি করে অনার্স কমপ্লিট করি।

গত বছর করোনার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলে বাড়ীতে এসে মা ও ভাইয়ের কষ্ট দেখে নিজেকে জীবন যুদ্ধের একজন পরাজিত সৈনিক মনে

হতে লাগল। ঠিক তখন মোরাল প্যারেন্টিং এর স্বাবলম্বী প্রকল্পের নামে আমার কাছে একটি প্রজেক্ট প্রপোজাল চাওয়া হয়। আমি গলদা চিংড়ি মাছ চাষের কথা উল্লেখ করে প্রস্তাব দাখিল করি। আমার প্রকল্পের উপদেষ্টা জনাব আমিনুল ইসলাম বিপ্লব স্যারের অনলাইন মিটিং এর পরামর্শে চিংড়ি মাছ চাষের বদলে পাঙ্গাস মাছ চাষের প্রস্তাব পাঠাই। জনাব আতিকুর রহমান স্যারের অর্থায়নে মোরাল প্যারেন্টি ট্রাস্ট হতে আমাকে প্রথমে ৮০০০/- ও পরবর্তীতে আরও ২০০০/- সহ মোট ১০,০০০/ টাকা দেয়া হয়। আমার প্রকল্পের নাম মৎস উন্নয়ন প্রকল্প এবং প্রজেক্ট নং-৩২। মামা বাড়ীর ছোট্ট ডোবা পুকুরটি মা ও ছোট ভাইকে সংগে নিয়ে একটু সংস্কার করে ৮০০০/- টাকার পাঙ্গাসের পোনা ছাড়ি এবং ২০০০/- টাকা মাছের খাবারের জন্য রেখে দেই। প্রতি মাসে প্রজেক্টের প্রতিবেদন মেইল করে সমন্বয়ক জনাব আফসানা রহমান ম্যামকে পাঠাই। আমার স্বাবলম্বী প্রজেক্ট আল্লাহর রহমতে এখন অনেক ভালো চলছে এবং ইতোমধ্যে আমি ৩০ হাজার টাকার মাছ বিক্রি করেছি। পুকুরে এখনো আনুমানিক আরও ৩৫/৪০ হাজার টাকার মাছ আছে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর মা ও ছোটভাই মিলে এখন পুকুরের মাছের যত্ন নেয়। মোরাল প্যারেন্টিং এর বদৌলতে শুধু আমার নিজের পড়ালেখা চালানোর সহযোগিতাই পাচ্ছি না; আমার হত দরিদ্র মায়ের মুখেও হাসি ফুটাতে পারছি। মোরাল প্যারেন্টিং এর সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি বিশ্বাস করি মোরাল প্যারেন্টিং এর এ উদ্যোগ আমার মত অনেক পরিবারকে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করবে। আল্লাহর কাছে কামনা করি, আল্লাহ পাক যেন মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট কবুল করেন ও মোরাল প্যারেন্টিং এর সকল সদস্যকে নেক হায়াত দান করেন ও সুস্থ রাখেন ।

আবির, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

আলো আঁধার আলো

ভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ার বৈচিত্র্যময় পৃথিবী। সে পৃথিবীর অনেক রং। কখন যে কে কোন রঙে আকৃষ্ট হয়ে ভুল করে বসে সে হয়তো নিজেও জানে না। আমিও ধর্মের রঙে আকৃষ্ট হয়ে গহীন অরণ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম। আমার বাবা একই রঙে আকৃষ্ট হয়ে ঘর ছাড়ার কারণে আমার মায়ের একাকি বসবাস। ছোট বোনটাকে নিয়ে মা ঢাকায় একটি গার্মেন্টসে চাকরি করেন। ফুফুর বাড়ীতে আমার থাকার জায়গা। আমারও তাদের মত করেই চলতে হয়। চিন্তা চেতনায়ও আমি একটি নতুন জগতের মধ্যে ঢুকে গেলাম। পড়াশোনা পুরোপুরিভাবে ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমার মধ্যে বিশ্বাস জন্মাতে লাগলো, অন্য পর পুরুষের সামনে যাওয়া নিষেধ। মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে জীবনটা ওলট-পালট হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে আমি ভীষণ একাকীত্ব বোধ করছিলাম। এক সময় মনে হল, আমিতো একটা না ফেরার পথে ছুটে চলেছি! আমার যে আরও একটি জগত আছে, মা বোন আছে, সমাজ আছে, বিভিন্ন দায়বদ্ধতা আছে তা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম।

হঠাৎ একদিন আমার মোরাল প্যারেন্ট আফসানা রহমান আমাকে ফোন করেন। আমার ভালো-মন্দ খোঁজ খবর নেন। আমি দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে সরাসরি আমার চিন্তা চেতনার কথাগুলো তাকে জানাই। আমি কেন পরীক্ষা দেইনি তা বলি। পড়াশুনার বদলে কেন নতুন জগতেই আমি যেতে চাচ্ছি সেটাও বলি। আমার বিভিন্ন প্রশ্ন, নানাবিধ দ্বিধাদ্বন্দ্ব, হতাশা সবকিছুই ম্যামকে বলি। তারপর যে প্রতিউত্তর পেলাম তা হয়তো আমি নিজেও আশা করিনি। ম্যাম আমাকে খুব সুন্দর করে বোঝান। জীবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেন। আমার ফোনটা কেটে দিয়ে ম্যাম ডঃ মাহবুব স্যারকে কল করে আমার ব্যাপারটা বলেন।

সাথে সাথে স্যার আমাকে কল করেন। আমার সবকথা এত মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন এবং আমার সমস্যাটা মনে হয় আমার জায়গা থেকে স্যার অনুভব করতে পারছিলেন। স্যার অনেক সময় ধরে আমার সাথে

কথা বলেন। একজন মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে বলেন। আমার মনে হচ্ছিল যেন স্যারের কোনো সন্তান বিপথে চলে গেছে! স্যার তেমন উদ্বিগ্ন ছিলেন। আমি জানি স্যার অনেক ব্যস্ত মানুষ কিন্তু সেদিন যেন সকল ব্যাস্ততাকে পেছনে ফেলে আমাকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্যই আমাকে এত বুঝিয়েছেন। এখানেই কি শেষ, স্যার আমাকে মোরাল প্যারেন্টিং এর ফ্রি মেডিকেল পরামর্শ প্রকল্পের কানাডা প্রবাসী ডা.শামিমা নাসরিন ম্যামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ম্যাম আমাকে গত সপ্তাহেও ফোন করে প্রায় দুই ঘন্টা সময় নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে কাউন্সিলিং করলেন। ম্যামের কথায় আমি জীবনের সংজ্ঞা নতুন করে খুঁজে পেয়েছি। মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট এর সহায়তায় জগত সংসারে আমি পূনর্জন্ম লাভ করেছি। আমি এখন পুরোদমে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া আর পাঁচ দশটি ছাত্রীর মতই নানান স্বপ্নে বিভোর একজন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছাত্রী। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমি যেন কিঞ্চিৎ পরিমান হলেও মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট এর মাধমে অন্যদের জীবন গড়ার উপলক্ষ্য হতে পারি। আমি ধন্য মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট এর মত একটি উদার সংগঠনের একজন চাইল্ড হতে পেরে।

সুমাইয়া বিনতে কালাম, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

একটা পরিতৃপ্তির গল্প

আমার বাবা একজন ভ্যান চালক। আমার ছোট্ট বেলায় বাবা আরেকটি বিয়ে করেন। সংসার চালানো তার জন্য এমনিতেই দায়; তার উপর দুই মায়ের সংসার। ছেলের পড়াশুনাতো দূরের কথা; আমাদের খাবার দাবারের প্রতিও বাবার কোনো খেয়াল নেই। মায়ের ইচ্ছা থাকলেও আমাকে পড়াশোনা করানোর মত সামর্থ্য তার ছিল না। আমাদের বাড়ীতে আমার এক বিধবা খালা থাকতেন। আমার এই অশিক্ষিত খালা কেন জানি ভাগিনার পড়াশুনার ব্যাপারে খুব সিরিয়াস হলেন। আমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। তিনি এর ওর বাড়িতে কাজ করে আমার পড়াশুনার খরচ চালাতে লাগলেন। হঠাৎ এক দূর্ঘটনায় খালার এক পা ভেঙ্গে যায়; কাজ করার সক্ষমতা হারান কিন্তু তাতেও খালা হাল ছাড়লেন না। এবার তিনি ভিক্ষা বৃত্তি শুরু করলেন; মানুষের কাছে চেয়ে চিন্তে ভাগিনার পড়াশুনার খরচ চালাতে লাগলেন। শিক্ষকদের পিছে ঘুরে ঘুরে আমাকে ফ্রি পড়ানো, ফি ছাড়া পরীক্ষা দেওয়া, বইয়ের ব্যবস্থা সবই খালা করতে লাগলেন। আমার ভালো ফলাফল এবং দারিদ্রতার জন্য স্যাররাও সাধ্যমত আমাকে সাহায্য করতেন। এভাবে স্কুল পেরিয়ে কলেজ পাশ করে ফেললাম। স্কুলের স্যারদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং সার্বিক সহযোগিতায় বিশ্বদ্যিালয়ে ভর্তির সুযোগ হলো। আমার স্কুলের স্যাররা হাটে-বাজারে মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলে ভার্সিটিতে ভর্তির ব্যবস্থা করলেন। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল একটা সাবজেক্টে ভর্তি হলাম। এরকম একটি ছেলের দিন যেভাবে কাটে আমারও তার ব্যতিক্রম হলো না। আমি একবেলা খাইতো আরেক বেলা অনাহারে কাটিয়েই ক্লাস করতে থাকি। টিউশনি জোগাড়ের জন্য এর ওর কাছে বলি। সমস্যা দিন দিন বাড়তেই থাকে। এদিকে আমার স্কুলের এক স্যার মোরাল প্যারেন্টিং এর স্যারকে আমার বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বলেছিলেন, ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ঠিকই কিন্তু আদৌ ক্লাস চালিয়ে যেতে পারবে কি না তার ঠিক নেই। এর মাঝে একদিন ড. মাহবুব স্যার ফোন করে জানালেন, আমি মোরাল প্যারেন্টিং এর বৃত্তির জন্য মনোনীত হয়েছি। আমার মোরাল প্যারেন্ট সৌদি প্রবাসী একজন বাংলাদেশী এবং মাহবুব স্যারের এক বন্ধু ছিলেন আমার ডিপার্টমেন্টর স্যার যিনি মোরাল প্যারেন্টিং এর ভলেন্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন । আমার বিষয়ে স্যারও অনেক যত্নবান হলেন ।

ফার্স্ট ইয়ারে আমার আশানুরূপ রেজাল্ট না হওয়া এবং পড়াশুনায় গাফিলতি করে অন্যদিকে ঝুকে যাচ্ছি এমন একটি রিপোর্ট ভলেন্টিয়ার স্যারের মাধ্যমে আমার মোরাল প্যারেন্ট এবং মাহবুব স্যারের কানে গেল । মাহবুব স্যার এবং আমার মোরাল প্যারেন্ট কয়েক দফায় আমাকে বকাবকি করলেন, অনেক বুঝালেন। আসলে আমি ছিলাম তাদের প্রথম দিকের মোরাল চাইল্ড। প্রায় ৫ বছর ধরে আমি বৃত্তিসহ নানাধরণের উৎসাহ অনুপ্রেরণা পেয়ে আসছি। তারা দু'জনেই আমাকে তাদের সন্তানের ন্যায় ভালবাসতেন। তখন আমি কথা দিয়েছিলাম, স্যার, চিন্তা করবেন না, আমি ভাল রেজাল্ট করে আপনাদের দেখাব। আসলে ঐ সময়ে স্যাররা যদি আমাকে গাইড না করতেন; তাহলে হয়ত আমার জীবন অন্য দিকেও মোড় নিতে পারত। আলহামদুলিল্লাহ! আমি অনার্স এবং মাস্টার্স উভয় ক্ষেত্রেই বেশ ভাল রেজাল্ট করি এবং একদম প্রথম দিকে অবস্থান করার সৌভাগ্য অর্জন করি। সেই সাথে Dean`s Award এর জন্যও মনোনীত হই। আমার এ ফলাফলে আমার চেয়েও আমার মোরাল প্যারেন্ট এবং মাহবুব স্যার বেশি খুশি হয়েছেন; তাদের অভিব্যক্তিতে স্যারদের নিজের সন্তানের ফলাফল প্রকাশের সংবাদ পেয়েছেন বলে মনে হয়েছিল। আমি এখন নিজের মত করেই চলতে পারার পাশাপাশি পরিবারকেও একটু আধটু আর্থিক সহযোগিতা করতে পারি। তাই আমার বৃত্তিটা অন্য কাউকে দেয়ার জন্য কয়েকমাস আগেই স্যারদের জানিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ সহায় হলে আশাকরি খুব শিঘ্রই ভালো একটি চাকুরিও পেয়ে যাব। মোরাল প্যারেন্টিং আমার জীবনে যে কত বড় প্রাপ্তি তা বলার আর আবশ্যকতা আছে বলে মনে হয় না। কর্ম জীবনে প্রবেশ করলে নিজেও একজন মোরাল প্যারেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা রাখি।

আর. হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাপ্তি

আমি নিজেকে দ্বিগুণ সৌভাগ্যবতী মনে করি! মোরাল প্যারেন্টিং এর মত একটি বটবৃক্ষের ছায়াতলে আসতে পারা নিশ্চয় সৌভাগ্যের ব্যাপার। উপরোন্ত আমার মোরাল প্যারেন্ট হিসাবে পেয়েছি দেশবরেণ্য অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীর মত একজন মানুষকে। স্যার "মোরাল প্যারেন্টিং" এর মাধ্যমে ২০১৯ সাল থেকে আমাকে বৃত্তি দিয়ে আসছেন। এই বৃত্তি আমাকে অর্থনৈতিক এবং মানসিকভাবে যে কতটা সমর্থন দিচ্ছে, তা আমি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

চঞ্চল চৌধুরী কে ছোটবেলা থেকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখে এসেছি, উনি আমার প্রিয় অভিনেতা। কিন্তু উনাকে আমার মোরাল প্যারেন্ট হিসাবে পাওয়ার পর উনার ভিতর আমি অন্য মানুষকে খুঁজে পেয়েছি। উনি শুধু একজন গুনী অভিনয়শিল্পী নন, পর্দার আড়ালে একজন উদার ও মহৎ মানসিকতার মানুষ। উনি এত ব্যস্ততার মধ্যেও নিয়মিত আমার

সুবিধা-অসুবিধা এবং পড়াশোনার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেন। ফোনে কথা হলে উনি আমার পরিবারের সম্পর্কে জানতে চান, আমিও উনার পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে জানি। উনার ছেলে শুদ্ধ কে আমি আমার ছোট ভাইয়ের মত মনে করি।

মোরাল প্যারেন্টিং এর সকল স্যার ম্যাডামগণ তাঁদের আন্তরিকতা দিয়ে আমাকে প্রতিনিয়ত ঋণী করে চলেছেন। আমি ভবিষ্যতে একজন ভালো ডাক্তার হয়ে, সর্বপরি একজন আদর্শ মানুষ হয়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সেবা করে এই ঋণ কিছুটা হলেও শোধ করতে চাই! সবার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থী!

সুপ্রিয়া অধিকারী, তৃতীয় বর্ষ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর।

প্রতিজ্ঞা

আমার বয়স তখন মাত্র এক বছর, বাবা আমাকে মায়ের হাতে তুলে দিয়ে অজানার পথে পাড়ি জমালেন। পাড়াপড়শিরা আমার জন্মটাকেই অপয়া বলত। আর বুঝতে শেখার পর মনে হত, জন্মই আমার আজন্ম পাপ! মা দেখতে শুনতে সুন্দর হওয়ায়, শুনেছি বাবার মৃত্যুর পর অনেক বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছিলেন। কিন্তু শুধু আমার দিকটা ভেবে, মা কারো কথায় কর্ণপাত করেননি। এখন বুঝি একটি সন্তানসহ দরিদ্র অসহায় এক বিধবা কতটাই না দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলে এতটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। জীর্ণশীর্ণ এক বেড়ার ঘর, বৃষ্টি হলেই পানির ফোঁটা ঢুকে যেত ঘরের ভিতরে। অসহায় সম্বলহীন আমার মায়ের এক মুঠো ভাতের লড়াই ছিল নিত্য দিনের সাথী। কবি জসিমউদ্দিন বেঁচে থাকলে হয়ত আসমানিদের বদলে আমাদের নিয়েই কাবতা লিখতেন! মা স্বপ্ন বুনতেন, একদিন ছেলে তার অনেক বড় হবে, মানুষের মত মানুষ হবে। তাই মা আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

স্কুল ছুটির পর এক পেট ক্ষুধা নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখেছি আমার জন্য রাখা আছে অল্প কিছু পান্তা ভাত। প্রতিদিন ছিল সেই একই খাবার। তখন মায়ের চোখের দিকে তাকাতে ভীষণ কষ্ট হত! আমি স্পষ্ট দেখতে পেতাম সন্তানের মুখে খাবার দিতে না পারার বেদনা বিধুর এক অসহায় মায়ের মুখ।

প্রায় প্রতিদিন সকালে মা আমার চলে যেতেন অন্যের বাড়িতে কাজ করতে। ফিরতেন সন্ধ্যা বেলা, হাতে অল্প কিছু খাবার নিয়ে যা দিয়ে আমরা দুজন রাতের খাবার সেরে নিতাম। সপ্তাহে অন্তত দুদিন আমাকে অন্যের জমিতে কাজের জন্য যেতে হত। অর্ধ ছেঁড়া প্যান্ট আর শার্ট পরে স্কুলে যাওয়া দিনগুলোর কথা বড্ড বেশি মনে পড়ে। আরো বেশি মনে পড়ে, মাস শেষে আমার ব্যাচমেটরা যখন স্যারকে মাসের প্রাইভেট পড়ার টাকা দিতেন, কিন্তু আমি টাকা দিতে পারতাম না। এক নিদারুণ কষ্ট বুকে চেপে সবার সামনে মাথা নিচু করে রাখতাম। কখনও মুখ ফুটে বলতে পারিনি, স্যার সবার মত করে আমারও আপনাকে টাকা দিতে মন চায় কিন্তু আমি তো পারি না স্যার। মনে হত স্যারও তখন আমার অব্যক্ত কথা বুঝে নিতেন। আমার কাছে টাকা চাইতেন না।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে হঠাৎ করে চেনা দৃশ্যটা অচেনা হয়ে গিয়েছিল। দেখেছিলাম মা আমার জন্য খাবার রেখে নিজে না খেয়ে শুধু পানি খেয়ে উঠে যাচ্ছেন। সেদিন ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। সেই ছোট্ট বয়সেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যেভাবেই হোক জীবনের স্বপ্নগুলোকে বাস্তবে রূপদান করতে হবে। জীবনের সর্ব শক্তি দিয়ে হলেও মায়ের মুখে হাসি ফুটাবো। বর্ষণ মুখর সন্ধ্যা যেমন প্রকৃতিকে সিক্ত করে, তেমনি দুচোখ বেয়ে মাঝে মাঝে ঝরে পড়া অশ্রুর বন্যা আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে চলার প্রবল সাহস যোগাত।

স্কুল কলেজের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগও পেয়ে গেলাম। অন্যের জমিতে কাজ করে জমানো অর্থ আর স্যারদের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিও হয়ে গেলাম। চেনা জানার গন্ডি পেরিয়ে নতুন শহরে আমি যেন অথৈ সাগরের এক নাবিক। এখানে চাইলেই অন্যের জমিতে কাজ করে টাকা পাওয়া যায় না। সারাদিন না খেয়ে থাকলেও কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করে না। টিউশনি সেটাতো সোনার হরিণ।

এমনি এক অসহায়ত্বের মাঝেও আমার জীবনে আশির্বাদ হয়ে ধরা দিল মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টের হয়ে একজন নৈতিক অভিভাবক। আমি মোরাল প্যারেন্টিং এর শিক্ষা বৃত্তির জন্য মনোনীত হলাম। তিনি আমার সমগ্র প্রতিকূলতায় আমার সঙ্গী হবার আশ্বাস দিলেন, আমাকে অভয় দিলেন। এতদিনে বুঝি অর্থের সংস্থান কোনো না কোনো উপায়ে মিলে গেলেও তার মত একজন অভিভাবক না পেলে এতদিনে হয়ত জীবনের গতিপথ অন্য দিকে মোড় নিত।

সংগ্রামটা এখনো চলছেই, নতুন উদ্যমে। হৃদয়ের মানসপটে বারংবার ধ্বনিত হতে থাকে, সফলতা একদিন সূর্যের দীপ্তমান শিখার মতোই হাতছানি দিয়ে কাছে আসবে, মায়ের সোনালী চোখে উপচে পড়বে হাসি । সেদিনের অপেক্ষায় আমাকে আরো পরিশ্রমী হতে অনুপ্রেরণা যোগায়। তাইতো যখন ক্লাস বা পরীক্ষা শেষে আমার বন্ধুরা রুমে ফিরে বিশ্রাম নেয়, আমি ছুটে চলি শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। টিউশনির জন্য। শত ব্যস্ততার ভীড়েও জীবন আমাকে নতুন নতুন বাধার সম্মুখীন করে মজা নিতে চায়; আর তখনই মোরাল প্যারেন্ট যেন সেই বাঁধা মোকাবেলায় ঢাল হয়ে আমার সামনে হাজির হন; আর আমি জীবনকে বুড়ো আংগুল দেখিয়ে বলি, হে জীবন, তুমি আমাকে যতই কষ্ট দাও, আমি এ সংগ্রামে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কখনো পলায়ন করবো না। মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

সোহাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ভালো লাগার অনুভূতি

আমার একাডেমিক প্রাপ্তির খাতা পূর্ণতা পেলেও আর্থিক অনটনের কারণে না পাওয়ার শূন্যতাও অনেক। হয়ত শূন্যতা আর পূর্ণতা নিয়েই নিয়তির এ চরম বাস্তবতা। কিছু কিছু অনভূতি কখনো লিখে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। আমার জীবনে ঘটে যাওয়া তেমনই একটি ভাললাগার গল্প শুনুন। গত রোজার ঈদের ২ দিন আগে আমি টিউশনিতে গেছি। হঠাৎ আমার মোরাল প্যারেন্টের ফোন পেলাম। ফোনটা রিসিভ করতেই কুশলাদি বিনিময় শেষে তিনি আমার পড়াশুনার খোঁজ খবর নিলেন। তারপর যা বললেন তা শোনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি আমার ও আমার পরিবারের জন্য ৩০০০/- টাকা উপহার হিসেবে পাঠাবেন। সামনে ঈদে আমি যেন এই টাকা দিয়ে বাবা-মাকে কিছু

কিনে দিতে পারি এ জন্য তাঁর এ অভিব্যক্তি। সেদিন এতটাই আবেগ আপ্লুত হয়েছিলাম যে, আমি প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ছিলাম। মানুষের এ অনুভূতি তখনই জাগ্রত হয় যখন পাওয়ার কোনো আশা না থাকলেও অপ্রত্যাশিতভাবে সে কিছু পেয়ে যায়। এটা যেন মেঘ না চাইতেই জলের দেখা পাওয়া। টিউশনি শেষে কদাচিৎ কখনো কোনো অভিভাবক অতিরিক্ত ৫০০/- টাকা হাতে দিয়ে বলেন, একটা কিছু কিনে নিয়েন; তখন জীবনের বাস্তবতাকে নতুন করে ভাবিয়ে তোলে। ঈদতো আমাদের জীবনে গরীবের ঘোড়া রোগ ব্যতীত অন্যান্য দিনের থেকে পৃথক কোনো দিন মনে হয়নি। কিন্তু এ বছর আমার মোরাল প্যারেন্ট যেন সম্পূর্ণ দেবদূতের মত আবির্ভূত হয়ে ঈদটাকে নতুন আঙ্গিকে জীবনে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিলেন। যখনই নতুন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হই আমার মোরাল প্যারেন্টের আশার বাণী যেমন আমাকে চিন্তামুক্ত করে তেমনই প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। আমার মোরাল প্যারেন্টের ভাষ্য মতে- 'অনন্যা, চিন্তা করো না; তুমি ঠিকমত পড়াশুনা কর।' কথাগুলো হয়ত অতি ক্ষুদ্র কিন্তু জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে এ আশার বাণীটুকু যে কতটা গুরুত্ব বহন করে তা একমাত্র যারা পায় তারাই বুঝতে পারে। মেরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টের উত্তরোত্তর প্রচার ও প্রসার কামনা করছি।

অনন্যা খাতুন, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

ঠিকানা

কথায় বলে ঘর মুখো বাঙ্গালী! তাইতো ঈদ-পূজার ছুটিতে শত ব্যস্ততার মাঝেও সবাই মাটির টানে গ্রামের বাড়ীতে ছুটে যায়। কয়েকদিন পরেই ঈদের ছুটিতে ভার্সিটি বন্ধ হবে, সবাই কত খুশি! কিন্তু আমার জন্য এ যেন এক নতুন মাত্রার কষ্ট, নতুন বিড়ম্বনা। আমার মাও নেই, বাবাও নেই, এমন কি বাড়িতে গিয়ে মাথাগোজার একটা ঘরও নেই। ছুটিতে সবাই যার যার বাড়িতে চলে যায়; আর আমি! ফাঁকা ক্যাম্পাসে নিজের অসহায়ত্বকে সঙ্গী করে নিরবে অশ্রু বিসর্জন করি। আমারও মনে পড়ে ঈদের দিনে নামাজ শেষে মা-বাবার কবরের পাশে দাড়িয়ে একটু দোয়া করার কথা, আরও কত কী! কিন্তু আমি নিরুপায়, আমি একদম অসহায়। একাকী ক্যাম্পাসেই কাটে আমার ঈদ। ইস, আমারও বাড়ীতে যদি একটা ঘর থাকতো!

একাকী ক্যাম্পাসে বসে বসে ভাবতে লাগলাম এভাবে আর নয়। আগামী রোজার ঈদের আগে যেভাবেই হোক বাড়িতে একটি ঘর আমাকে করতেই হবে। আমিও সবার মত ঈদে বাড়ি যাব। অনেক কষ্টে জমানো কিছু টাকা দিয়ে বাবার ভিটায় একটা ঘর তোলার চেষ্টা করলাম; কিন্তু একি! বাঁশ খুটি কিনতেই দেখি সব টাকা শেষ! থাকার মত ন্যূনতম ব্যবস্থা করতে আরও হাজার দশেক টাকাতো লাগবেই। কোন উপায় না পেয়ে ফোন দিলাম শেষ ভরসা মোরাল প্যারেন্টিং এর স্যার কে। স্যার হয়ত আমার বিষয়টি নিয়ে মোরাল প্যারেন্টিং এর ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট করেছিলেন। রাতে একটি অপরিচিত নাম্বার থেকে ফোন আসল; সস্নেহে জানতে চাইলেন, তোমার ঘর কমপ্লিট করতে আর কত টাকা লাগবে? এটা কি তোমার বিকাশ নম্বর? আমার ঘর তুলতে আর কোনো সমস্যা হলো না। কতদিন পরে যে, নিজের ঘরে নিজের হাতে রান্না করা খাবার দিয়ে ঈদ উদযাপন করলাম! সবার কাছে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু এটা যে আমার জন্য কত বড় আনন্দের, কত বড় প্রাপ্তি তা কি দু'এক লাইনে লিখেই প্রকাশযোগ্য! শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেই শেষ করা যায়!

প্রথমে এক ম্যাম আমার মোরাল প্যারেন্ট ছিলেন; কিন্তু একদিন হঠাৎ ম্যাম আমাকে অনেক বুঝিয়ে বলেন, করোনার কারণে তিনিও চাকরি হারা হওয়ায় তার পক্ষে আর বৃত্তিটা কন্টিনিউ করা সম্ভব হচ্ছে না; মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। স্যার বল্লেন, চিন্তা করোনা, আমরা একবার যাকে মোরাল চাইল্ড হিসাবে গ্রহণ করি তাকে আর ত্যাগ করি না; তুমি আবার আবেদন কর, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আসলেই তাই, পরের মাসে আমি আরেকজন মোরাল প্যারেন্ট পেয়ে গেলাম। মোরাল প্যারেন্টিং আমার এখন বড় ভরসাস্থল, আমার আপনজন। এই মানুষগু-লাকে কখনও দেখিনি; কয়েকজন কে অনলাইন ক্লাসের সময় ভিডিওতে দেখেছি, ফোনে কথা বলেছি, কিন্তু মনে হয় তাঁরা আমার কত আপন; কত সহজে সুখ-দুঃখের কথা তাদের কাছে শেয়ার করতে পারি।

মোরাল প্যারেন্টিং এর সহায়তায় আমি শুধু বাড়ীর ঠিকানাটাই গড়ে তুলতে পারিনি; মোরাল প্যারেন্টিং এর এই মানুষগুলোই আমার বর্তমান ঠিকানা। মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট এর কার্যক্রম অনেক অনেক কাল টিকে থাকুক; জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেও যেন কারও নৈতিক অভিভাবক হয়ে কাজ করতে পারি।

আর, হোসেন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় রংপুর

স্বপ্ন সারথি

যখন খুব ছোট ছিলাম তখন স্বপ্ন দেখতাম আব্বুকে একটা গাড়ি,আম্মুকে একটা বাড়ি আর আপুকে একটা শাড়ি কিনে দেবো। কিন্তু ধীরে ধীরে বড় হয়ে বুঝতে শিখলাম বাস্তবতা কতটা কঠিন! মনে হচ্ছিল গরীব হয়ে জন্মানোটাই একটা অভিশাপ। যখন দিনের পর দিন না খেয়ে থেকেছি তখন বুঝতে পারছিলাম বাবাকে গাড়ি কিনে দেওয়াটা কল্পনাতেই বেশি সুন্দর মানায়, যখন রাত জেগে পড়াশোনা করে সকালে এক গ্লাস পানি খেয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম তখন বুঝেছি আম্মুর জন্য বাড়ি হয়তো কাঠ,খড় দিয়েই বানাতে হবে আর যখন পরনের জামাটা ১০ বারেরও বেশি সেলাই করে পরেছিলাম তখন বুঝেছিলাম আপুর জন্য শাড়ি কিনতে হলে এখনও কতটা পথ হাঁটতে হবে। কিন্তু কি আর করার, অবুঝ মন বায়না ধরে আছে সে নাকি আরও স্বপ্ন দেখবে এবং হয়তো একদিন সেগুলো সত্যিও করবে। সেই অপেক্ষায় এখনও পথ হেঁটে চলেছি আর গুনছি কতগুলো পায়ের ছাপ পিছনে ফেলে এসেছি।

এই লেখার সুযোগে জীবনের অনেক ঘটনা মনে পড়ছে। কিছু কষ্টের, কিছু খুশির আবার কিছু আছে অর্জনের। আমাদের মত মোরাল চাইল্ডদের জীবনের গল্পটা অনেক কঠিন। তবে এই কঠিন গল্পগুলো অনেকের জন্য অনুপ্রেরণা বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এক সময়ের অলিক স্বপ্ন হলেও চাল-চুলোহীন সেই আমি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি । মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট সবার কাছে নিছক একটি প্রতিষ্ঠান মনে হলেও আমার কাছে আমার পরিবার, আমার স্বপ্ন পূরনের জন্য একটা বিশাল মহীরুহ, আমাদের ভরসা ও আছার জায়গা। আমার মনে পড়ে যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এই মানুষগুলো মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনেছেন, সাহস জুগিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা যেভাবেই প্রকাশ করি না কেন তা কম হয়ে যাবে। আমার লক্ষ্য পূরণের জন্য যেমন এই মানুষগুলো আমার সাথে ছিলেন, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমিও যেন কয়েকজন অসহায়ের হাত ধরে বলতে পারি, ভাবিস না, আমি আছি। শুভ কামনা মোরাল প্যারেন্টিং, শুভ কামনা সব নৈতিক অভিভাবকের জন্য ।

নুসরাত জাহান জ্যোতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আশার বাসা

দুই বছর বয়সে আমার আম্মা মারা যান। বাবা পড়ালেখার গুরুত্ব কখনো বুঝতে চাইতেন না আর ব্যয় বহনের সে সঙ্গতিও ছিল না। ৬ বছর বয়সে চাচা আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে গৃহস্থলি কাজকর্ম করার পাশাপাশি লেখাপড়া করার চেষ্টা করতাম। ভালো রেজাল্ট করায় চাচা পড়াশোনার করার সুযোগ করে দিলেন। স্কুল জীবনে কখনো প্রাইভেট পড়ার সৌভাগ্য হয়নি কিন্তু আমি যেভাবেই হোক পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। কলেজে পড়াকালীন এলাকার বড় ভাইদের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্পগুনে আশা জাগত, ইস যদিও আমিও ভাইদের মত সেখানে পড়তে পারতাম! এইচএসসি পরীক্ষা শেষ; ঘরে বসেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি নিতে থাকলাম। ভর্তি পরীক্ষার সময় আসলো। কিন্তু আমার চাচার পরিবার থেকে জানিয়ে দিলেন, আমাকে বাইরে পাঠিয়ে পড়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব না। তাই কোথাও পরীক্ষাও দেয়া লাগবে না। গ্রামের কোনো কলেজে সুযোগ থাকলে চেষ্টা করে দেখতে বললেন। মন একদম ভেঙে গেল। কলেজের স্যারের সাথে সব শেয়ার করলাম। স্যার ভর্তি ফরমের টাকা দিয়ে বললেন, "তুই পরীক্ষা দে, চান্স যদি পাস ব্যবস্থা আমি করবানি"। আল্লাহর অশেষ কৃপায় স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেলাম। স্যার তখন আমাকে মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টের কথা বললেন এবং আমার বৃত্তিটাও পেয়ে গেলাম। দুঃখ, কষ্ট এবং আনন্দ মিশ্রিত অশ্রু সেদিন আমি ঠেকাতে পারিনি । আমার মোরাল প্যারেন্ট স্যার আমার সব কথা শুনেন এবং বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। স্যারের অনুপ্রেরণা আমাকে এতোটাই খুশি করে যা বর্ণনাতীত। যখন কেউ পাশে নাই, স্বপ্নরা যখন মৃত প্রায়, ঠিক তখনই স্যার আমাকে নতুন করে স্বপ্ন বুনতে পথ দেখালেন।

গরীব,অসহায়, অবহেলিত অদম্য মেধাবীদের জীবন যখন দুঃখ, কষ্ট, সংগ্রাম আর দৈন্যে ভরা;

আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে তখন মোরাল প্যারেন্টগণ বাঁচিয়ে রেখেছেন সকলেরই মনের আশা।

জয়নাল আবেদিন লাভলু, মার্কেটিং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

একজন মহিয়সী মায়ের কথা

পুরা গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র পরিবার। এক মুঠো ভাতের লড়াই তাদের নিত্য দিনের সাথি। এমন পরিবারে সন্তানের জন্ম দানের চিন্তাইতো পাপের সামিল ! কিন্তু স্বপ্নতো আর এত কিছু ভেবে আসে না! সবার হৃদয়েই বিচরণ করে যায়। তাইতো বাবা- মায়ের স্বপ্ন, তাদের কোল জুড়ে নেমে আসবে একটা সন্তান যার আলোয় আলোকিত হবে নক্ষত্ররাজি। ছেলের জন্মের পর তারাতো খুশিতে আত্মহারা। ঘরে খাবার নেই, পরনে ভালো কাপড় নেই কিন্তু খুশির কোনো কমতি নেই। হাটিহাটি পা পা করে ছেলের বড় হওয়ার সাথে বাবা মায়ের স্বপ্নটাও সমানুপাতিক হারে বাড়তে থাকে। নিজেরা জীবনে লেখাপড়ার সুযোগ না মেলায় বাড়ীতে ঠিকমত চুলো না জ্বললেও গ্রামের সব চেয়ে খরচে প্রি- ক্যাডেট স্কুলে ছেলেটিকে ভর্তি করানো হলো। বাবা মা ছেলেকে নিয়ে স্বপ্নে বিভোর বলেই একটা অসম্ভবকে সম্ভবের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতির যেন এই বৈসাদৃশ্য সহ্য হচ্ছিলো না! তাইতো পরবর্তী তিন বছরের মাথায় পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে বিদায় নিলেন বাবা। এর পর থেকেই একজন অতি সাধারণ মায়ের মহিয়সী রমনী হয়ে উঠার গল্পের অবতারনা।

বাবার দেখে যাওয়া স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য মা এখন জীবন মরণ বাজি ধরতে লাগলেন। প্রি ক্যাডেটের বদলে ছেলেকে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করিয়েও অভাব হতে মুক্তি মিলছিল না। ছেলের মুখে একমুঠো খাবার দিতে অন্যের বাড়িতে কাজ, রাস্তায় মাটির কাটার কাজ এমন কি অন্যের জমিতেও কাজ করতে শুরু করলেন। এলাকায় এই প্রথম কোনো মহিলা যিনি মাঠে গিয়ে অন্যের জমিতে কৃষাণীর কাজ করেছেন। এত কঠিন পরিস্থিতিতেও ছেলেকে কখনো বাবা হারানোর কষ্ট বুঝতে দিতে চাইতেন না। বাবার রেখে যাওয়া স্মৃতির নিদর্শন ছেলের প্রতি মায়ের অগাধ ভালোবাসা, রাজ্যের যতসব স্বপ্ন। একদিন ছেলে তার অনেক বড় হবে, ছেলের পরিচয়ে নিজেও পরিচিত হবেন। তাদের দুঃখ দূর্দশা ঘুচে যাবে, সোনালী রোদে ভরে যাবে তার উঠান। কিন্তু বাতাস আসে বাতাস যায়, দিনগুলো আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল হয়; এত আলোর মাঝেও তাদের ঘরটি অন্ধকারেই নিমজ্জিত রয়ে যায়। এভাবেই খেয়ে না খেয়ে অন্ধকারের মাঝ দিয়েই প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের গন্ডি পেরিয়ে ছেলেকে ভর্তি করে দেন পার্শ্ববর্তী গ্রামের একটা কলেজে ।

ছেলে এখন বড় হয়েছে। এদিকে মায়ের দুশ্চিন্তা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, হাড় ভাংগা খাটুনির কারণে বয়সের তুলনায় মা এখন অনেকটাই বৃদ্ধা, প্রায়ই অসুস্থ থাকেন । মায়ের পক্ষে এখন আর ছেলের পড়ালেখার খরচ চালানো সম্ভব হচ্ছে না,পারেন না আগের মতো আর পরিশ্রম করতে। শরীরে না কুলালেও মায়ের লালিত স্বপ্নতো আর চাপা পড়ে না। মা ছেলেকে তার জীবনের অনেক গল্প শোনাতেন । আশেপাশের অনেক সংগ্রামী লোকদের বিষয়ে বলতেন যারা পড়ালেখা করে অনেক বড় হয়েছেন । এসব কথা অতি মনোযোগ সহকারে শুনতে শুনতে মনের অজান্তেই ছেলেটার মনে দানা বাঁধে এক দৃঢ় সংকল্প। যেভাবেই হোক তাকে ওই মানুষগুলোর মতোই বড় হতে হবে,ভালো মানুষ হতে হবে, সর্বোপরি মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে হবে। দৃঢ় প্রত্যয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

শুরু হয় নতুন এক হার না মানর যুদ্ধ। কলেজ জীবনে পড়ালেখার পাশাপাশি ছেলেটা একটা মুড়ির ফ্যাক্টরীতে কাজ নেয়। অন্যের জমিতে কাজ করে অর্থ জোগায়। সেখান থেকে উপার্জিত আয় দিয়ে ছোট্ট সংসার আর নিজের পড়ালেখার খরচ যোগায় । কখনো কখনো অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটালেও এগুলো নিয়ে তার বিন্দু পরিমান অভিযোগ, অনুযোগ নেই। আর থাকলেও অভিযোগ করবেটা কোথায়; সেই দরজাতো অনেক আগেই বন্ধ হয়েছে। শুধু জানে, সে হার না মানা এক মায়ের সন্তান। মায়েরর কাছ থেকেই শিখেছে কিভাবে জীবনে সংগ্রাম করতে হয়, শত প্রতিকূলতার মাঝেও কিভাবে টিকে থাকতে হয়, মাই তার জীবনের আদর্শ শিক্ষক। কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন একেঁছে মনে। যেভাবেই হোক তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে তো ধনীর দুলালেরা পড়ে বলে শুনেছি। সে কিভাবে সেখানে পড়বে আর কে-ইবা তাকে এতো টাকা কে দিবে ! যাকে দুবেলা দু মুঠো খাওয়ার টাকা

রোজগার করতে হিমশিম খেতে হয় সে পড়বে বিশ্ববিদ্যালয়ে! এটা তো অনেক টা দিবা স্বপ্নের মতোই ! তবুও তার মনে হেরে যাবার সাড়া পায় না। পরীক্ষা শেষে আরও পরিশ্রম করতে থাকে, বাবার শেষ স্মৃতি অতি সযত্নে রক্ষিত বিয়ের আংটি আর ছেলের জমানো কিছু টাকায় নেমে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি যুদ্ধে। ছেলেটা চারটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে প্রথম দুইটাতে অকৃতকার্য হয়। তবে মায়ের কথা ভাবে আরও প্রচেষ্টা চালানোর উৎসাহ পায়। অতপর শেষ দুইটা বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তির সুযোগ হয় । কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষাতেই সব টাকা শেষ। মা ছেলের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। মা অভয় দিয়ে বলেন এনজিও থেকে টাকা তুলে ভর্তি করে দিবে; তাও না হলে ভিটে-বাড়ি বন্ধক রাখবে; তবুও তোকে পড়তেই হবে ।

কিন্তু আশার কথা সেটার আর দরকার হয়নি। এলাকার কিছু আলোর পথিকের অতি আন্তরিক সহযোগিতায় ভর্তির টাকা জোগাড় হয়ে যায়। শুধু কি তাই! তারা ছেলেটিকে ভর্তির টাকা ছাড়াও মেসে থাকার জন্য ৩ মাসের টাকাও জোগাড় করে দেন। অভয় দিয়ে বলেন এর মধ্যেই তোর জন্য ওখানে কিছু জোগাড় হয়ে যাবে। এর পর থেকে সংগ্রাম চালিয়ে গেলেও আর কোনো দুশ্চিন্তা মাথায় রাখতে হয়নি। তাদের পরামর্শে মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টে বৃত্তির জন্য আবেদন করে।

যদিও এখনো অনেক কষ্ট আছে, সংগ্রাম আছে কিন্তু আগের মত আর হতাশ নয় ছেলেটা। মোরাল প্যারেন্টিং এর বৃত্তির জন্য মনোনীত হয়েছে। কিন্তু শুধু নিজের চললেই তো তার চলে না। মায়ের কথাও ভাবতে হয়। কেননা আপন বলতে তার আত্মত্যাগী মা-ই একমাত্র অবলম্বন। মায়ের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও মা-ই তার অন্ধকারে আলোর মশাল, তার আদর্শ শিক্ষক, সকল অনুপ্রেরণার উৎস। যাদের সহায়তায় ভর্তির টাকা জোগাড় হয়েছিল ছেলেটি বর্তমানে এলাকার সেইসব আলোর দিশারি কয়েকজন বড়ভাইয়ের ভাবনার অংশে পরিণত হয়েছে এবং তারা ঢাকা থেকেও ছেলেটির জন্য টিউশনি জোগাড়ের চেষ্টা করেন। ক্লাসের বাইরে কোনো সুযোগ পেলেই ছেলেটি গ্রহণ করে। তাইতো সে সপ্তাহে ৬দিন ১২-১২; ২৪ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়েও ২০০০/- টাকার টিউশনি চালিয়ে যায়। ভাইদের কাছে কথা দিয়েছে, তার মায়ের স্বপ্ন পূরণে সব কষ্টই সে হাসিমুখে মেনে নিতে প্রস্তুত। একদিন সে সমাজ ও দেশের মানুষের কল্যাণে কাজে আসবে।

তার মায়ের স্বপ্ন পূরণের যাত্রায় যেসব মহৎপ্রাণ মানুষ পাশে দাঁড়িয়েছেন, সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ উদ্দীপনা জাগিয়ে আসতেছেন সেই মানুষগুলোর প্রতি ছেলেটি আমৃত্যু কৃতজ্ঞ থাকার প্রতিজ্ঞা করে। আর মোরাল প্যারেন্টিং তাকে কি শুধু বৃত্তিই দেয়; কিছুদিন আগে তার মায়ের চিকিৎসার জন্য মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টের ফ্রী মেডিকেল পরামর্শ প্রকল্পের কোয়ার্ডিনেটর পার্শ্ববর্তী গ্রামের ডাক্তার সুমি আক্তার ম্যাম সরাসরি তাদের বাড়িতে গিয়ে মায়ের চিকিৎসায় প্রেসক্রিপশন করে দিয়েছেন। তার দুঃসময়ে মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট অভিভাবকের মত পাশে থাকার জন্য এমন সংস্থার প্রতি ছেলেটির ভালবাসা নিরন্তর। এই মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট তার পাশে না থাকলে হয়তো গল্পটা এতদূর নাও আসতে পারতো ।

জান্নাত, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

আমার মোরাল প্যারেন্ট

"সম্পর্ক" শব্দটির রয়েছে হাজারো অর্থ যার সাথে মিশে আছে টান, মায়া, ভালবাসা। বাবা-মা, ভাই-বোন ও নিজ পরিবারের বাইরে যে পৃথিবী আছে সেখানেও আমাদের অজান্তে কখনো কখনো আরেকটি মানুষের সাথে আত্মার সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায়; যা মাঝে মধ্যে রক্তের সম্পর্ককেও হার মানায়। আমাদের মোরাল প্যারেন্টদের সাথে আমাদের কোনো রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও তাদের সাথে আমাদের আত্মার সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণত পৃথিবীতে কেউ স্বার্থ ছাড়া বিন্দু পরিমাণ উপকার করে না; অথচ আমাদের মোরাল প্যারেন্টরা নিঃস্বার্থভাবে আমাদের সহযোগিতা করছেন । আমরা প্রত্যেক মোরাল চাইল্ড মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, আমাদের বাবা-মার পর মোরাল প্যারেন্টরাই আমাদের নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেন। মোরাল চাইল্ডদের জীবন সংগ্রামের কঠিন অবস্থায় মোরাল প্যারেন্টরা যেন আল্লাহর রহমতস্বরূপ। আমাদের মোরাল প্যারেন্টিং এর প্রতিষ্ঠাতা একজন মহৎ হৃদয়ের মানুষ যার কারণে অসংখ্য অসহায় মোরাল চাইল্ড তাদের জীবনে আশার আলো দেখতে পেয়েছে। সকল মোরাল প্যারেন্টদের জন্য রইলো অফুরন্ত ভালোবাসা।

ফারজানা খাতুন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

একটা স্বপ্নের পুনর্বাসন

জ্যৈষ্ঠের দ্বিপ্রহর। অগ্নিঝরা রৌদ্র মাথায় নিয়ে হেটে চলেছি কোচিং এর পথে। পাক্কা দুই মাইল পথ। আসা যাওয়াতে খরচ হয় বিশ টাকা। অথচ কোচিং-এ দেড় ঘন্টার ক্লাস বাবদ আমাকে দেওয়া হয় মাত্র ৭০ টাকা। মনে হত আসতে যেতেই যেন শেষ হয়ে যায়। তবুও একটু ক্লান্তিবোধের বিসর্জনে যদি বিশটা টাকা বাঁচানো যায় তবে সবজির সাথে ডালের প্যাকেজে রাত্রের খাওয়াটা বেশ ভাল ভাবেই চলে যায়। সে তো মন্দ নয়। বরং টিকে থাকার লড়াইয়ে এ এক সৃজনশীল উপার্জন।

এছাড়া, কোচিং এ ক্লাস নেয়ার কারণেই এখান থেকে মাঝে মধ্যে টিউশনি পাওয়া যায়। তেমনি ভাবে প্রাপ্ত একটি টিউশনিতে হঠাৎ করে ছাত্রের বাবার বদলি আদেশ হওয়ায় টিউশনিটার আজ ইতি ঘটলো। রাত প্রায় তিনটা । কিছুতেই আজ আর ঘুম আসছে না। কে যেন বার বার কানের কাছে এসে বলে যাচ্ছে, তুই ফিরে যা! তুই ফিরে যা! কিন্তু আমার মন সায় দেয় না। টিকে থাকার লড়াইয়ে বিস্তীর্ণ মরুভূমির মাঝে একা ফণীমনসার মত আমাকে উপায় খুঁজতেই হবে। এ যেন জীবন স্রোতের মাঝ দরিয়ায় ডুবে যাওয়ার আগে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাওয়ার মত লড়াই। মনে হয় হেরে যাচ্ছি, ডুবে যাচ্ছি। তবু পথ ছেড়ে দেওয়া চলে না। পথের প্রান্ত খুঁজে পাই বা না পাই দাঁত কামড়ে তবুও পড়ে থাকতেই হবে। কিন্তু বাস্তবতা মনে হচ্ছে আমি হেরে যাচ্ছি। পরদিন সকাল পর্যন্ত ঘুম এলো না। শত চেষ্টা করেও কোন উপায় বের করতে পারছিলাম না। এক বন্ধুর কথায় মোরাল প্যারেন্টিং এ বৃত্তির জন্য আবেদন করি। মাস খানেক পর একদিন একটা অপরিচিত নাম্বার থেকে কল আসে। অপরিচিত কণ্ঠ। কিন্তু পরিচিত আভাস। বেশ দ্রুত

এবং স্পষ্ট ভাষায় স্যার জানালেন, উনি মোরাল প্যারেন্টিং এর প্রতিষ্ঠাতা। অপর প্রান্তের অচেনা মহান ব্যক্তির কথা তখন মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছি। মনে হচ্ছিলো স্বপ্নের মাঝে যেন স্বপ্ন দেখছি। "মোরাল প্যারেন্টিং" এ আবেদন করা বৃত্তিটা আমার হয়েছে। যিনি আমাকে বৃত্তিটা দিতে সর্বসম্মতিক্রমে রাজি হয়েছেন সেই ইশফাক ইলাহী স্যারের প্রতিও সম্মানে বুকটা ভরে গেল।

জৈষ্ঠ্যের সেই খর রোদ্রের মাঝেই যেন অকস্মাৎ এক পশলা বৃষ্টি নেমে এলো। মনে হল মাথার উপরের সমস্ত দাবদাহ মুহূর্তে শীতল পরশ পেল। যে স্বপ্ন কিছুক্ষণ আগেও মুমূর্ষুতায় কাতর হয়ে পড়েছিল তার আবার পুনঃ জাগরন হল। তার চলার পথ আবার মসৃণ হল। সে সময়টা যেমন হিরন্ময় তেমনই দূস্প্রাপ্য। যখন বৃত্তির সংবাদটা আমি পেলাম সে সময়টা আজীবন আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সে যে কি উচ্ছ্বাস! সে যে কি আনন্দ! সে কি শুধু মুখের ভাষায় প্রকাশ করা যায় !

সোবহান, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিঃ ও প্রঃ বিশ্ববিদ্যালয়

চিঠির জন্য উপহার

চিঠি লেখার কারণে কখনো উপহার পেয়েছেন? বিষয়টি খুব মজার, তাই না?

আমার এক চাচার কাছ থেকে আমি মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট সম্পর্কে জানতে পারি। উনি কিছু ফর্ম দিয়ে তা পূরণ করতে বলেন, আমি তা পূরণ করে উনাকে দেই। তখন করোনার খুব প্রকোপ চলছিল, ভার্সিটি বন্ধ থাকার কারণে বাসায় ছিলাম। মা-বাবাসহ আমরা তিনবোন সব মিলিয়ে খুব খারাপ একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রায় দু-তিন-মাস পর একদিন বিকেল বেলা অজানা নাম্বার থেকে কল এলো, সালাম জানিয়ে কলটা রিসিভ করার পর, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

ব্যক্তি: আপনি কি তানিতা ইয়াসমিন?
আমি: জ্বি, বলুন।
ব্যক্তি: আপনি কি মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টে বৃত্তির জন্য আবেদন করেছিলেন?
আমি: জ্বি।
ব্যক্তি: আপনাকে মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টে মোরাল চাইল্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

এটা শোনার পর আমিতো মহা খুশি। আব্বু-আম্মুকে জানালাম। বাবা-মা দুজনে খুব খুশি হয়েছিল, যেন উনাদের মেয়ে চাকরি পেয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রমে শ্রদ্ধেয় মাহবুব স্যার আমাকে ডোনারের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখতে বললেন। আমি চিঠি লিখে তা মেইল করি। বেশ কিছুদিন পরে, আমার মনে আছে, রাত ১১ টা বাজে মাহাবুব স্যারের মেসেজ আসলো, তোমার ডোনার তোমার চিঠি পড়ে তোমার জন্য উপহার পাঠিয়েছে। আমি মেসেজটি বেশ কয়েকবার পড়লাম আর ভাবলাম চিঠি লেখার কারণে কেউ উপহার দেয়? আমি কি স্বপ্ন দেখছি? পরে স্যারের উপহার পেয়ে আব্বু আম্মুকে জানালে উনারা বেশ অবাক হলেন। আমি খুশিতে কান্না করে দিয়েছিলাম। বিশেষ সময় গুলোর মধ্যে সেই দিনটি ছিল আমার জন্য স্মরণীয় একটি দিন। আমাকে যিনি এভাবে খুশির মূহুর্ত উপহার দেন তিনি হলেন, আমার প্রিয় মানুষগুলোর মধ্যে অন্যতম আমার মোরাল প্যারেন্ট শ্রদ্ধেয় তানভীর মনোয়ার স্যার। আর এসব উপহার যিনি নিঃস্বার্থ ভাবে পৌঁছে দেন তিনি শ্রদ্ধেয় মাহবুব স্যার। উনাদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার ঋণ কখনো কোনো কিছু দিয়ে শোধ করা যাবে না। ভালো থাকুন আপনারা, সব সময়!

তানিতা ইয়াসমিন ইতি,বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

একটি ফোন কল

আমার জন্ম যমুনা নদীর চরে । ভূমিহীন বাবা শারীরিক অসুস্থতার জন্য কোনো কাজ করতে পারতেন না। মা ও অসুস্থতার জন্য বিছানায় পড়ে থাকতেন। তিন বেলা খাবারই যেখানে জুটতোনা সেখানে লেখাপড়া করাটা ছিল বিলাসিতা। নিজের দিন মজুরের টাকা দিয়ে পড়াশোনা করে অবশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাই। কিন্তু খরচ বেশি হওয়ায় একবার ঢাকা গিয়ে গার্মেন্টস এ চাকরি শুরু করি। তার কিছুদিন পর মোরাল প্যারেন্টিং হতে আমাকে ফোন দিয়ে বললেন যে আমার বৃত্তির ব্যবস্থা হয়ে গেছে এবং আমার জন্য টিউশনির ব্যবস্থা করবেন। এরপর থেকে টাকা পয়সার জন্য আর ভাবতে হয়নি। এখন আমার পড়াশোনা প্রায় শেষের দিকে। আমি আজও মন থেকে বিশ্বাস করি যে, সেদিন মোরাল প্যারেন্ট ট্রাস্ট থেকে ফোন না পেতাম আমার পক্ষে লেখাপড়া করা সম্ভব হতোনা। সেদিনের ফোন কলটির প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

হাবিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

একজন সংগ্রামী যোদ্ধা

২০১৫ সালে আমি তখন পলিটেকনিকের তৃতীয় পর্বের ছাত্র। তখন থেকে রুমনের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। আমি ওকে নিজের ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করি আর ও আমকে বড় ভাইয়ের মত সম্মান করে। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম হওয়ায় রুমনের বড়স্বপ্ন থাকলেও প্রকাশ করতে ভয় পেত। পিতার যখন ২টি সংসার তখন ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। নানা প্রতিবন্ধকতার মাঝেও নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা আর ওর মেজো ভাইয়ের সহযোগিতায় ডিপ্লোমা পড়ছে। ওর মেঝ ভাই নিজে বেশিদূর পড়াশুনা না করতে পারায় ছোট ভাইকে সে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চায়। কার কাছে শুনেছেন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ডুয়েট হতে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার পাশ না করলে দাম নেই। কিন্তু স্বপ্ন আর সাধ্যের মধ্যে অনেক ফারাক। রুমনের ভাবনা, ডুয়েটে ভর্তির জন্য কোচিং করতে হবে; বড় কোনো শহরে থাকতে হবে। ভাইয়ের সামর্থ্যতো সে বুঝে! ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা আনতে ভীষণ কষ্ট হয়। তারপরও ভাইয়ের সঙ্গে রুমনও ডুয়েট এ পড়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে । রুমন দ্বিতীয় পর্বে পাড়ালেখা করার সময় থেকে প্রথম পর্বের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়িয়ে পুরা সেমিস্টারের টাকা যোগাড় করত। আমাদের সংগঠন মোরাল প্যারেটিং ট্রাস্টে ওর জন্য বৃত্তির আবেদন করি, কিছুদিন পর ওর বৃত্তিটা কনফর্ম হয়। রুমন ভাইকে খবরটা জানালে কি যে খুশি

হয়েছিল বলে বুঝানো অসম্ভব । এর মধ্যে ডিপ্লোমা পাশ করল।

এবার স্বপ্ন পূরণের দ্বিতীয় ধাপে এসে পড়ল বড় বিপদে, ডুয়েট কোচিং এ যাবে কিন্তু ওর কোচিং খরচ, থাকা খাওয়া খরচ, কিভাবে ম্যানেজ করবে এটা নিয়ে টেনশন। সিদ্ধান্ত নিল কোচিং এ ছয় মাস পরে যাবে। এই ছয় মাসে মাগুরা থেকে প্রাইভেট পড়িয়ে কিছু টাকা জমিয়ে, বাড়িতে একটা গরু আছে সেটা বিক্রয় করে এক বছরের খরচ ম্যানেজ করে গাজিপুরে কোচিং এ যাবে। এর মাঝে ওর মোরাল প্যারেন্ট সবকিছু জেনে নিজেই গাজীপুরে কোচিং এ ভর্তির ব্যবস্থা করলেন। গাজীপুর মেসে থেকে দুই বারের খাবার তিনবার খেয়ে আবার কোন সময় না খেয়ে থেকে ডুয়েট কোচিং করে। প্রথম বার পরীক্ষা দিল কিন্তু চান্স হলোনা । ওর মোরাল প্যারেন্ট আবারও পরীক্ষা দিতে অনুপ্রেরণা জোগাল। মোরাল প্যারেন্টের সহযোগিতা আর দিকনির্দেশনায় হতাশার মাঝেও কিছু দিনপর বাড়ি থেকে আবার গাজীপুরে এসে নতুন উদ্দ্যমে পড়া লেখা শুরু করল। স্বপ্ন একটাই, ডুয়েট! সেটা যে কোনো উপায়েই হোক। দ্বিতীয় বার দুইটা সাবজেক্ট পরীক্ষা দেয়। আমাকে বললো, ভাই পরীক্ষা অনেক ভালো হয়েছে। আশা করি ভালো একটা নিউজ আপনাকে শোনাবো। রেজাল্ট প্রকাশ হলে সেদিন মাগরিবের নামাজের পর রুমনের ফোন পাই। রিসিভ করার পর শুধু বললো ভাই আমি দুটাতেই চান্স পেয়েছি। পরে আর কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না, শুধু হাউমাউ করে কান্নার আওয়াজ শুনছিলাম, ওর কান্না শুনে আমিও চোখের পানি আটকে রাখতে পারছিলাম না। এই কান্না একটা স্বপ্ন পূরণের, এই কান্না হাজার কষ্টের পথ পাড়ি দিয়ে সফলতার হাতছানির। কিছুক্ষণ পরে বললাম আমার বাসায় চলে আস। রাতে বাসায় আসলো একসাথে খাওয়া দাওয়া করলাম, অনেক গল্প হলো। গল্পে গল্পে ও বলতেছিল, আপনি আর মেঝ ভাইয়ের পরেই আমার আজকের এই সফলতার সম্পূর্ণ কৃতিত্বের দাবিদার আমার প্রাণের মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট। জীবনের কঠিন সেই দুঃসময়ে অপরিসীম প্রেরণা নিয়ে আমার মোরাল প্যারেন্টই ভ্যানর্গাড হয়ে পাশে ছিল এবং এখনো মোরাল প্যারেন্টিং আছে বলেই পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার চিন্তা করতে পারছি। এক বছর পর ও মায়ের কোলে ফিরে যাচ্ছিল। এক বুক স্বপ্ন নিয়ে গাজীপুর এসেছিল; তার প্রথম ধাপে পা রাখতে পেরেছে। অনেক অনেক দোয়া ও ভালোবাসা প্রিয় ছোট ভাই।

মোঃ রাসেল হোসেন, পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউট, মাগুরা ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট।

অলখ স্নেহের বহিত্র

২০১৮ সনের ২২ মে, জানতে পারলাম একজন মহানুভব ব্যক্তি আমাকে তার সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমি পিতৃ মাতৃ হীন নই। তাহলে! অবাক হলেন ? হওয়ারই কথা। বাস্তব জগতে দেখা যায় বাবা-মা কিংবা শুধু কাছের বড়রাই স্নেহ করেন; এটাই দৃশ্যমান কিন্তু অদৃশ্য স্নেহ! এইটা আবার কি? জ্বি, হ্যাঁ! এই অলখ স্নেহের বহিত্র আমার মোরাল প্যারেন্ট। অলক্ষের স্নেহ যে কত মায়াময় কেবলমাত্র এর সুবিধাভোগীরাই উপলব্ধি করতে পারে। সবে মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। অজ পাড়াগায়ের একটি ছেলে ইট পাথরের এই ঢাকা শহরে একেবারেই বেমানান। সমস্যার অসীম সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। এমন সময়ে মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট নামক একটি সংস্থার সন্ধান পাই এবং আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের পেজে আমাকে নিয়ে একটি পোস্ট করা হয়। বিস্তারিত জেনে ডুবন্ত নাবিকের খড়কুটো আটকে ধরার ন্যায় আমিও আশায় বুক বাধি। কিন্তু সেই খড়কুটো যে আজ আমার জীবনের কত বড় টাইটানিক জাহাজ তা বলে বুঝানো অসম্ভব। এই টাইটানিকের নাবিকই আমার খবর সেই সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় পৌছে দেন আর ছুটে আসেন সেখানকার এক মহানুভব প্রবাসী বাংলাদেশী যিনি আমার শ্রদ্ধাভাজন মোরাল প্যারেন্ট। তিনি আমাকে তার আরেক নৈতিক সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেন। তখন থেকেই এক অদৃশ্য মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলাম, যা দেখা যায় না, ছোয়াও যায় না, তবে প্রতি ক্ষণে ক্ষণেই তা মর্মে মর্মে অনুভব করি। এ সম্পর্কের বয়স আজ ১২৬৮ দিন। সময়টা খুবই ছোট কিন্তু মনে হয় তাকে যেন আমি হাজার বছর ধরে এই হৃদয় মন্দিরের দেবালয়ে বসিয়ে রেখেছি। তিনি আমার অন্যতম প্রিয় ব্যক্তিত্ব, আমার নৈতিক অভিভাবক। প্রতি ২ মাস অন্তর পত্র যোগে দুজনের ভাবের আদান প্রদান ঘটে। তিনি যেন তীর হারা এক নাবিককে কূলের সন্ধান দিয়েছেন; হৃদয়ের সবটুকু মায়া-মমতা ও স্নেহ দিয়ে মরাগাছে চারা গজানোর নিমিত্ত নিয়মিত পরিচর্যা করে যাচ্ছেন; যে চারা একদিন বড় হবে এবং চারিদিকে তার প্রকান্ড শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হবে। এই সবুজে ভরা ডালপালা পথিকের শ্রান্তি, ক্লেশ দুর করবে। অলখের স্নেহ উপভোগ করে চললেও আজও কিন্তু সেই পরিচর্যাকারীর দর্শন চারাগাছটি পায় নাই । দিন যায়, রাত যায়, কত স্বপ্ন তাকে ঘিরে কিন্তু হায়! সেই অলখ স্নেহের বহিত্র এখনো দূরে। তবে একদিন হয়ত স্বীয় কৃতকর্মের মাধ্যমে নিজের পাশাপাশি তারও স্বপ্ন পূরণে কিছুটা হলেও সহায়ক হব, সেই আশাই আমার পথ চলার পাথেয়।

অশেষ কৃতজ্ঞতা মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট আমাদের মত ছেলেদের আলোর সন্ধান দেয়ার জন্য।

কাদের মন্ডল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বট বৃক্ষ

একটা সময় ছিল, যখন স্বপ্ন আর অর্থ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করত; তখন কাক হয়ে ময়ূরের পেখম লাগানো ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কষ্টগুলো বুকে চাপা দিয়ে, ঠিক যেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করতাম। এমন সময় আমার কষ্ট লাগব করতে মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। সেই ৮ম শ্রেণি থেকে আমি মোরাল প্যারেন্টিং এর ছায়াতলে আছি। ভবিষ্যতেও এই বট বৃক্ষ আমার মাথার উপর থাকবে আশা করি। কিছু মহৎপ্রাণ ব্যক্তির কারণেই আজ আমরা আমাদের বুকে লুকানো স্বপ্নগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে এগিয়ে যেতে পারছি। সত্যিই আমাদের প্রতি আপনাদের এত মমতা, এত ভালোবাসা, তাতে মনে হয় আপনারা আমাদের শুধু নৈতিক অভিভাবকই নন, আমাদের বাবা-মা'র সমতুল্য। আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই।

"মনুষ্যত্ব নামক গুণটি যদি কোনো শিল্প হতো, তাহলে মোরাল প্যারেন্টিং এর প্রতিষ্ঠাতা সেই শিল্পের সেরা শিল্পী"। ভালোবাসা অবিরাম মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট।

জীবন দাস, একাদশ শ্রেণি, সরকারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, মাগুরা।

বাবাদের কষ্টের দিনলিপি

আমার বাবা একজন হকার। বাড়ি বাড়ি ফেরি করে আমাদের তিন ভাইবোনদের লেখাপড়া চালাচ্ছেন। আমি দেখি আর অবাক হই! একটা মানুষ কত কষ্ট করে সংসার চালান। প্রতিদিন সকালে বাবা বাড়ি থেকে বের হয়ে অনেক রাতে যখন বাড়ি ফিরেন তখন মনে হয় পড়াশোনা কি হবে, অন্য কোন কাজ করে আগে বাবাকে এই পেশা থেকে মুক্তি দেই । ছেলে হিসাবে আমি অপদার্থ! কিন্তু আমিও জানি আমার এখন কোনো সাধ্য নেই বাবাকে বলার যে তুমি বাড়িতে থাকো; আমি সংসার চালাবো, আয় রোজগার করব। কলিজাটা ফেঁটে যায়। হ্যাঁ, এখন চাইলে পড়াশোনা বাদ দিয়ে গার্মেন্টসে বা অন্য কিছু করতে পারব কিন্তু সেটা দিয়ে কিই বা হবে! এই কথা চিন্তা করে পড়াশোনা বাদ দেই না। মোরাল প্যারেন্টিং এর বৃত্তিটা পাওয়ার পর থেকে এটাই আমার জীবনের বড় সান্ত্বনা যে অন্তত আমার খরচের টাকাটা বাবার কষ্টের ফেরি করে অর্জন টাকাটা হতে ব্যয় করতে হচ্ছে না। আমি যেদিন বাবাকে বলতে পারব তোমার আর ফেরি করতে হবে না, আমি তোমাকে মাসে মাসে টাকা দিবো, সেদিন দিন আমার জীবনের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন হবে। বাবা যে এত কষ্ট করে আমাদের কাউকে বুঝতেই দেন না। বাবার কথা একটাই, তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও; আমার কাজ আমি করি, পড়াশোনা করো, যখন যা লাগবে শুধু বলবে। আমি ভেবে পাই না মানুষটা কিভাবে পারে। হয়ত বাবারা এমনই হয়! আমার জীবনের লক্ষ্য একটাই; বাবাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ করা। এখন যে কষ্ট করছেন তার থেকে ১০০ গুন আরাম আয়েস দেওয়া। বাবাকে যেন যত্নে রাখতে পারি। অন্তত আমার খরচটা বাবার কাছ থেকে না নেয়ার ব্যবস্থা করার জন্য মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আর. মাহমুদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোর দিশারী

আমার বাবা-মায়ের শেষ সম্পদ একটি গাভী বিক্রি করেই আমার ভর্তির টাকা জোগাড় হয়। কিন্তু যখন ভার্সিটিতে আসি, নতুন পরিবেশে, মেসে সিট ভাড়া, খাওয়া খরচ সবকিছু মিলিয়ে কেমন যেন চারদিকে অন্ধকার নেমে আসছিল। অনেক কষ্টে খেয়ে না খেয়েই কোন রকম দিন কাটতে লাগল। কিন্তু এভাবে আর কত কাল! মনে হচ্ছিল লেখা পড়া করে কী হবে! বাড়ীতে খাবার চাল নাই, বাজার করার টাকা নাই। কোনো মত একবেলা খেয়ে না খেয়েই সংসার চলে। তখন বাবা-মা ও ছোট বোনের শুকনো মুখ চোখের সামনে ভেসে আসলে কান্না চেপে রাখতে পারতাম না। এমনও অনেক দিন পার করেছি সারাদিন না খেয়েই কেটেছে! তবুও বাবা-মায়ের ইচ্ছা পুরণ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেছি এবং তাদের দুঃখকে দুর করার জন্য মনে হয়েছে লেখাপড়াটা শেষ আমাকে করতেই হবে। কারণ আমি তীরে এসে তরী ডুবাতে চাই নাই। চারদিকে যখন অন্ধকার দেখছিলাম ঠিক তখনই Moral parenting Trust-এর মাধ্যমে এমন একজন ব্যক্তি কে নৈতিক অভিভাবক পেলাম যার সম্পর্কে বলে বা লিখে আমি কখনও শেষ করতে পারব না। শুধু এতটুকুই বলব যে মানুষটির সাথে আমার হয়তো কোনো রক্তের সম্পর্ক নাই, কিন্তু এমন একটি আত্মার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে যা রক্তের সম্পর্ককে হার মানায়। আমার চলার পথে অন্ধকারকে দূর করতে আলোর দিশারী হিসাবে যে মহান হৃদয়বান মানুষটিকে সবসময় পাশে পেয়েছি তিনি শুধু আমাকে আর্থিকভাবেই সাহায্য করেন নাই বরং তিনি হাজারো ব্যস্ততার মাঝে আমাকে ফোন করে খোঁজ খবর নেন, আমাকে মানসিক ভাবে অনেক বেশি উদ্দীপনা যোগান; সে মানুষটির কাছে আমি নির্দ্বিধায় আমার মনের কষ্টের কথা, আনন্দের কথা কিংবা কোনো সমস্যার কথা বলতে পারি । সমস্যার কথা বলতে দেরি হতে পারে কিন্তু সেই সমস্যার সমাধান পেতে কখনই দেরি হয়নি । অসংখ্য দরিদ্র মেধাবীদের আলোর দিশারী হয়ে মোরাল প্যারেন্টিং এর কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক সেই কামনা নিরন্তর।

রুবেল হোসেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

আমার ভালবাসা

"মোরাল প্যারেন্টিং" আমার আবেগ ও ভালোবাসার নাম। একসময় আমি ভাবতাম পৃথিবীতে মানুষ অবিরাম ছোটাছুটি করে শুধুমাত্র নিজের এবং নিজের পরিবারের মঙ্গলের জন্য। পৃথিবীতে মানুষ মাত্রই আত্মকেন্দ্রিক। কিন্তু মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট এর কার্যাবলি দেখে আমার সে ভুল ভাঙ্গল; এই প্রথম কবি কামিনী রায়ের, পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি এ জীবন মন সকলি দাও, তার মত সুখ কোথাও কি আছে আপনার কথা ভুলিয়া যাও-এ উক্তিটির যথার্থতা খুঁজে পেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়াটা অন্যদের মতো আমার কাছে কোনো আনন্দের ব্যাপার ছিলোনা। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে লেখাপড়ার খরচ চালানোর দুশ্চিন্তায় একবার ভেবেছিলাম বাড়ি ফিরে যাই। সেই চরম অনিশ্চয়তায় মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্টকে পেয়ে নতুন করে আশায় বুক বাঁধি। সকল প্রতিকূলতায় আমার মোরাল প্যারেন্ট ছায়ার মত আমার পাশে এসে দাড়ান। তার উৎসাহ উদ্দিপনা না থাকলে এ অভাগার লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া আদৌ সম্ভব হতো না। হয়তো আর কিছুদিন পরেই আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন শেষ হবে। আমাদের মত হত দরিদ্র পরিবারের জন্য অনেক অপ্রাপ্তির মাঝেও এটা হবে অনেক বড় একটি অর্জন। ভবিষ্যতে একজন সুনাগরিক হয়ে মোরাল প্যারেন্টিং সংগঠনটিকে অনেকদূর নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা। আমি যেন এর মাধ্যমে সারা দেশের অসংখ্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতে পারি।

চন্দন মন্ডল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ।

একজন রাহীর রোজ নামচা

ছবির মতো সুন্দর একটি গ্রাম বনগা। সে গ্রামে থাকতো রাহী। বাবা-মা আর পাঁচ বড় বোন নিয়ে তার ছিল সুখী পরিবার। গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা, স্কুলে পড়াশোনা আর বড় বোনদের আদরে রাহীর দারুণ দিন যাচ্ছিল ।

মার্চের ৩০ , ২০০৯, রাহী পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। প্রতিদিনের মতো স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দেখে তার ৫ম বোন বিষ খেয়ে মারা গেছে। রাহীর কাছে এটা ছিল এক ঘুর্ণিঝড়ের মত কিন্তু সদ্য কিশোর রাহী তখন জানেই না সামনের ঝড়গুলো কতটা প্রলঙ্করী!

রাহীর ছোটবোন মারা যাওয়ার পর তার বাবা মেয়ে হারানোর শোক সইতে না পেরে ২০০৯ সালের ১৫ ই এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন। এহেন দুরবস্থায় রাহীর অবিবাহিত এক ছোট চাচা তাদের আর্থিক সাহায্য করা শুরু করলেন। রাহীর বাবার রেখে যাওয়া জমি বিক্রি করে একে একে তার ৪ বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! মার্চ, ২০১১। সেই চাচা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং লিভার এ সমস্যা নিয়ে কয়েকমাস বিছানায় থেকে মৃত্যু বরণ করেন।

রাহীর মা অনেক কষ্টে তার বাবার কিছু জমি চাষ করে তার লেখাপড়া এবং সংসার চালাতে লাগলেন। কিন্তু সর্বদা অভাব অনটনের মধ্যে থাকা পরিবার আর রাহীর ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগা স্টোক করে এক সাইড প্যারালাইজড হয়ে দীর্ঘদিন ভুগলেন। জমি যেটুকু ছিল তাও বিক্রি করে রাহী তার মায়ের চিকিৎসা করাল কিন্তু ২০১৯ সালে রাহীর মা ও সেই ঘুর্ণিঝড়ে উড়াল দিলেন। ২০০৯ সালে শুরু হওয়া সেই ঘুর্ণিঝড় রাহীর একে একে সব কেড়ে নিল। সে তার নিজের জীবন ও লেখাপড়া নিয়ে যখন দুশ্চিন্তার চরমে, তখনি এক বড় ভাইয়ের কাছে মোরাল প্যারেন্টিং এর ব্যাপারে জানতে পারলো এবং সে মোরাল প্যারেন্টিং এ আবেদন করে এখন প্রত্যেক ২ মাস অন্তর সেখান থেকে বৃত্তির টাকা পায়। মোরাল প্যারেন্টিং এর স্যাররা রাহীর নিয়মিত খোজখবর রাখেন। শুধু কি তাই? একবার রাহীর ঘর নির্মানের কাজে মোরাল প্যারেন্টিং এর মাধ্যমে বড় অর্থ সাহায্য পেয়েছে। রাহী এখন মোরাল প্যারেন্টিং এর স্নেহ ছায়ায় তার জীবনের ঘুর্ণিঝড় মোকাবেলা করে জীবনকে পুনর্বাসন করার স্বপ্ন দেখে। ঘুর্ণিঝড় থামুক রাহীর জীবনে, রাহী মানুষের মত মানুষ হোক, এ প্রত্যাশা রইল।

আরাফাত হোসেন, নীলফামারী কলেজ।

গাঁয়ের মেয়ে

গ্রামীণ সমাজে এখনো প্রচলিত আছে, মেয়ে মানুষের এত পড়ালেখার কি দরকার! হোক মেধাবী, মাধ্যমিক পর্যন্তই যথেষ্ট। উচ্চশিক্ষার সুযোগ তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু আমার কৃষক বাবা ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি চাইতেন আমি যেন ভালভাবে লেখাপড়া করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। স্বপ্ন অনেক, কিন্তু সাধ্য সীমিত। ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়ায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আমার শিক্ষা সময় ভালোভাবে কেটেছে। বছর শেষে বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্টে যখন নিজের নামটা প্রথমে দেখতাম তখন যে কতটা খুশি লাগতো সেটা বলে বোঝানো যাবেনা। বাবা মা, স্কুলের শিক্ষক, পাড়া প্রতিবেশী সকলেই ভালোবাসতেন। মাধ্যমিক শেষে পড়ে গেলাম দোটানায়, গ্রামে সায়েন্সের শিক্ষক পাওয়া যায় না, কয়েক গ্রাম পরে একটা কলেজ ছিলো, তার অবস্থাও ভালো না। শহরে পড়তে অনেক খরচ । বাবা ঘরে খাওয়ার ধান বিক্রি করে কোনো রকমে কলেজে ভর্তি করলেন। মেসে থাকা, প্রাইভেট কোচিং করাও অনেক ব্যয়বহুল। বাবা অনেক কষ্টে আমার পড়াশোনার খরচ জোগাতেন, যার জন্য বাড়িতে টানাপোড়ন লেগেই থাকতো। আমার ছোট ভাইও স্কুলে পড়তো। আমার বাবার পক্ষে আমাদের পড়াশোনার খরচ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ছিলো। তখন একটা টিউশনি করিয়ে আমি কিছুটা নিজের খরচ যোগাতাম। এইচএসসি পরীক্ষার পর ওখানেই একটা প্রাইভেট সেন্টারে ভর্তি হই এডমিশনের জন্য। কঠোর পড়াশোনা করতাম আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম, কখনো হতাশ হইনি।

আল্লাহর রহমতে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে যে টাকা লাগবে তা কোনো ভাবেই জোগাড় করতে পারছিলাম না, ভেবেছিলাম এতো কাছে এসেও কি স্বপ্নকে ছুতে পারবোনা! পরে বাবা আমাদের একমাত্র ছাগলটা বিক্রি করে দেন। সে টাকা দিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। একজনের থেকে টাকা ধার করে মেসে উঠি। এ সময় আমাদের গ্রামের এক স্যারের মাধ্যমে মোরাল প্যারেন্টিং সম্পর্কে জানতে পারি। সাথে সাথে আবেদন করি। কিন্তু প্রথমে কোনো রেসপন্স পাইনি। এদিকে করোনা মহামারীর ফলে সবকিছু বন্ধ হয়ে গেলো। গ্রামে চলে যেতে হলো। কিন্তু তখনও মেসের ভাড়া দিতে হচ্ছিল কারণ জিনিসপত্র রাখা ছিলো। লকডাউনে সব কিছু বন্ধ থাকায় আমার এবং আমার পরিবারের অবস্থা দিনে দিনে শুধু অবনতিই হচ্ছিল। তিন বেলা খাবারই জোগাড় হতো না তার উপর অনলাইনে ক্লাস। যার জন্য প্রয়োজনীয় ফোন, মোবাইল ডাটা কোনোটাই ছিলোনা। পড়াশোনা প্রায় বন্ধের পথে - তখনই আশার বাতি নিয়ে আমার সামনে হাজির হয় মোরাল প্যারেন্টিং। বৃত্তিপ্রাপ্তির সংবাদ আমাকে কতটা আনন্দিত করেছিলো সেটা শুধু আমিই জানি। মোরাল প্যারেন্টের দেওয়া টাকায় আমি আবার পড়াশোনার সুযোগ পাই। একঝাঁক অপরিচিত মানুষ বিনাস্বার্থে আমাদের মতো দরিদ্র্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থ, শ্রম ও মেধা দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়। তারা আমাদের কাছে আল্লাহর আশীর্বাদস্বরূপ। আমি চাই পড়াশোনা শেষ করে প্রতিষ্ঠিত হতে, স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে। সমাজের অন্য যারা বঞ্চিত তাদের সাহায্য করতে। সর্বোপরি মোরাল প্যারেন্টিং এর সাথে থাকতে চাই।

উর্মি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ।

মোরাল প্যারেন্টিং ও কুসুমের গল্প

গায়ের মেয়ে কুসুম। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। শিক্ষার্থী হিসেবে মোটামুটি ভালো, তবে দুরন্ত ও চঞ্চল প্রকৃতির। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই তাকে খুব ভালোবাসে ও সহযোগিতা করে, যা কুসুমের কাছে স্বর্গতুল্য। শিক্ষকরা পাঠদান শেষে যখন নৈতিকতা বিষয়ক উপদেশ দেন; কুসুম তখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রবণ করে । একদিন কুসুমের ইংরেজি শিক্ষক তাঁর এক পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সম্পর্কে গল্প করছেন। কুসুমের মাথায় ঘুরপাক খায়, বিশ্ববিদ্যালয় কী! সেই থেকে তাঁর স্বপ্ন, আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বো। কুসুম আরো ভালো করে পড়াশোনায় মনোযোগী হয়, ভালো গ্রেড পয়েন্ট পেয়ে জে এস সি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। এস এস সি পরীক্ষায়ও ভালো রেজাল্ট করার পরেও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তাঁর পরিবার তাকে বিয়ে দিতে চান। কিন্তু নাছোড়বান্দা কুসুম তার প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে তার পরিবারকে বুঝিয়ে কলেজে ভর্তি হয়, জমানো বৃত্তির টাকায় সাইকেল কিনে ক্লাস শুরু করে এবং টিউশনি করে অবশেষে এইচ এস সি পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদে ভর্তি হতে সক্ষম হয়।

কিন্তু বাড়ির বাইরে এসে এই প্রথম বাস্তবতা কি তা হড়ে হাড়ে বুঝতে

শিখে। তার পরিবার কোনো মতেই আর খরচ জোগাড় করতে পারছিল না। তাছাড়া কুসুম বোঝে বাবার কষ্টে উপার্জিত ধান বিক্রির টাকা এবং বড়লোকের টাকা অর্থের মানের বিচারে এক হলেও এদের মধ্যে অনেক অনেক তফাৎ। টিউশনিসহ বিভিন্নভাবে অর্থ জোগাড়ের উপায় খুঁজেও ব্যর্থ হচ্ছিল। এদিকে দ্বিতীয় সেমিস্টারে ভর্তির জন্যেও বাড়তি টাকার দরকার । সবকিছু নিয়ে দিশেহারা কুসুম। এর মধ্যে সে এক স্যারের মাধ্যমে মোরাল প্যারেন্টিং সম্পর্কে জেনে বৃত্তির জন্য আবেদন করে। দুই তিন মাস পরে কুসুম বৃত্তির জন্য মনোনীত হওয়ার বিষয়ে জানতে পেরে ভিষণ খুশি। এখন সে স্বপ্ন পূরণের বিষয়ে অনেক আশাবাদি । সে একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় এবং গ্রামের মেধাবী ও গরিব মেয়েদের অনুপ্রাণিত করতে চায় যাতে তারাও কুসুমের মতো হাল না ছেড়ে দিয়ে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে পারে। তার চলার পথে মোরাল প্যারেন্টিং এর রয়েছে অসামান্য অবদান যা এখন কুসুম মর্মে মর্মে উপলব্দি করতে পারছে।

অর্চনা রানী সরকার, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।

সেই ছেলেটি

এক যে ছিল অসহায় ছেলে, বুক ভরা যার যন্ত্রণা;
হৃদয় ভরা তার স্বপ্ন ছিল, চারিদিকে শত বঞ্চনা ।
বাবার মত নিজেও প্রতিবন্ধী, মা যে তার গৃহিণী;
পাড়শিরা তারে বিদ্রুপ করে, সমাজ করে গঞ্জনা।
বাবা শুধু ঘরেই থাকে, মা ছুটে যায় কাজের খোঁজে;
দুই চোখে তার অশ্রু ঝরে, যায়নি তবুও স্বপ্ন থেমে ।
হাতে সম্বল এইচএসসি পাস,সময় আছে মাত্র তিন মাস;
সবাই হচ্ছে কোচিং এ ভর্তি, তারও আছে অদম্য শক্তি।
লক্ষ্য এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, করলো সে শুরু পূর্ব প্রস্তুতি;
কাজ করে যায় একাই নিরবে, সময় বলে আমি আছি সনে।
পরীক্ষায় ভর্তির সুযোগ হলো, ভর্তির তারিখও ঘনিয়ে এলো;।
মায়ের চোখ অসহায়ে ভরা,পাড়া প্রতিবেশীরা করে শুধু কানাঘুষা।
স্বপ্ন এবার কি শেষ হয়েই যায়, মা ছেলের মুখ শুধু অন্ধকার হয়;
মাতো এখন নিরুপায়, শেষ পর্যন্ত ভিটে-বাড়ি বন্ধক দেয় ।
ভর্তির কাজ যেদিন সম্পূর্ণ হয়, মায়ের বুক ভাসে আনন্দ বন্যায়;
ক্লাস শুরু তার হয়েই যায, মেসের খরচ তো বেড়েই যায়।
ছয় মাসের বাড়ীভাড়া বকেয়া রয়, হুমকি দিচ্ছে বাড়িওয়ালায়;
সে ভাবে টাকা পাবো কোথায়! বন্ধুরা তখন তার পাশে দাঁড়ায়।
"শেখ রাসেল" নামে যে হল ছিল, মাথা গোঁজার যে ঠাই পেল;
হলে সে এখন থাকতে পাচ্ছে, খাবারের খরচতো বেড়েই যাচ্ছে।
একদিন নিরবে ভাবে সে হায়, এভাবে আর কতদিন যায়;
বন্ধু-বান্ধবের কথার ছলে, মোরাল প্যারেন্টিং এর নাম শোনে।
মানবতার প্রতীক একটি সংস্থা, অদম্য প্রতিভাদের সর্বশেষ ভরসা;
বৃত্তির জন্য আবেদন করে, মহানুভব এক প্যারেন্ট সে ডাক শোনে।
প্রতি দুই মাসে এখন বৃত্তি পায়, কষ্টরা ধীরে ধীরে কমে যায়;
মোরাল প্যারেন্টিং কি শুধু বৃত্তিই দেয়,
আরো কতশত সহযোগিতা পায়।

শীতকালে আছে শীতবস্ত্র উপহার
মোরাল প্যারেন্টিং তাকে দিচ্ছেতো দিচ্ছে;
পরিবার বাঁচাতে স্বাবলম্বী প্রজেক্ট,
মোরাল প্যারেন্টিং তাকে দিচ্ছেতো দিচ্ছে;
জ্ঞান বাড়াতে ১০০ বই পড়ার উৎসব,
মোরাল প্যারেন্টিং তাকে দিচ্ছেতো দিচ্ছে;
অসুখ-বিসুখে ফ্রী মেডিকেল পরামর্শ,
মোরাল প্যারেন্টিং তাকে দিচ্ছেতো দিচ্ছে;
জগৎ জানতে অনলাইন লেকচার,
মোরাল প্যারেন্টিং তাকে দিচ্ছেতো দিচ্ছে;
উৎসাহ উদ্দিপনায় নৈতিক অভিভাবক,
মোরাল প্যারেন্টিং তাকে দিচ্ছেতো দিচ্ছে।
হৃদয় মাঝে আছে যার স্থান,
সেতো আর কিছু নয় মোরাল প্যারেন্টিং;
শুধু কৃতজ্ঞতায় কি যথেষ্ট হয়,
মোরাল প্যারেন্টিং টিকে থাক কালের যাত্রায়।

হুমায়ুন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ.

কৃতজ্ঞতা

স্বপ্ন নাড়ে দুয়ারে কড়া
বাবা কে দেখি হতাশায়,
আমার স্বপ্ন করতে পূরণ
এই বুঝি বাবার প্রাণ যায়।

স্বপ্ন আর বাবা বিপরীতে
মাঝে আমি শংকিত,
এতো আশা এতো স্বপ্ন
সব কি তবে হবে মৃত?

হয়নি মৃত,ভাঙেনি স্বপ্ন
পেয়েছি নতুন আশা,
MPT এর অবদানে আমার
জীবন পেয়েছে বাঁচার ভরসা।

দেন উপদেশ দেন পরামর্শ
দেন ক্যারিয়ার শিক্ষা,
দেন ভালোবাসা দেন স্নেহ
দেন জীবন পথের দীক্ষা।

স্বপ্ন আমার আছে বেঁচে
সুন্দর আজ বাস্তবতা,
ধন্য আমি MPT পেয়ে
জানাই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।।

সিমা খাতুন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় রংপুর

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ভলেন্টিয়ার এর অভিব্যক্তি

মোরাল প্যারেন্টিং এর সাথে প্রথমত যুক্ত হন আমার স্ত্রী ড. আফরীন আক্তার এবং তার কাজ দেখে আগ্রহী হয়ে পরে আমিও যুক্ত হই। এখন আমরা দুজনে এক সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মোরাল চাইল্ডদের ভলেন্টিয়ার হিসেবে কাজ করছি। আমরা যখন বৃত্তি প্রদান করি তখন মোরাল চাইল্ডদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করি, তাদের পড়ালেখার বিষয়ে খোজখবর নিই। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, প্রয়োজনীয় উপদেশ, পরামর্শ দেই। বৃত্তি প্রদানের পর তাদের হাসিমুখ দেখে আমাদের খুব ভাল লাগে। আমরা মনে করি সমাজের আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের সন্তানদের জন্য আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে। মোরাল প্যারেন্টিং এর সাথে যুক্ত হয়ে আমরা সেরকম সেবা প্রদানের সুযোগ পেয়েছি। বৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি মোরাল প্যারেন্টিং যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করে আমরা সরাসরি তারও খোজখবর নিই। মোরাল প্যারেন্টিং এর সাথে কাজ করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। আমরা মোরাল প্যারেন্টিং এর উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সফলতা প্রত্যাশা করছি।

প্রফেসর ড. মো. শাহাদৎ হোসেন খান ও ড. আফরীন আক্তার, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ভলেন্টিয়ার,হাবিপ্রবি, দিনাজপুর।

স্কুল-কলেজ পর্যায়ের ভলেন্টিয়ার এর অভিব্যক্তি

মোরাল প্যারেন্ট,দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের কাছে এক অতি আপন নাম! জন্মদাতা না হয়েও সেই অজানা অচেনা মহৎ হৃদয়ের মানুষগুলো পিতা-মাতার মতো এসব অসহায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমার অধীনে বর্তমানে ৯ জন মোরাল চাইল্ড আছে; ওরা নিয়মিত বৃত্তির পাশাপাশি, বিপদ আপদে অতিরিক্ত সহায়তা, স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য এককালীন অর্থ, ঈদ-পূজায় উপহার পায়। এসব ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাদের মোরাল প্যারেন্টের অবস্থান যে কোথায়, তা আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি; বৃত্তির টাকাগুলো পেয়ে ওদের খুশি দেখে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে যাই।

এমন একটি সংগঠনের ভলেন্টিয়ার হিসেবে থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। মানব সেবার এত চমৎকার একটা চিন্তা যার মস্তিষ্ক থেকে সৃষ্টি হয়েছে তাকে আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রণাম জানাই। একই সাথে ধন্যবাদ জানাই সেই সকল মানুষদের প্রতি যারা নিজেদের শত ব্যস্ততার মধ্যেও এই সংগঠন কে এগিয়ে নিতে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই মোরাল প্যারেন্টদের প্রতি,যাঁদের শত পরিশ্রমের সঞ্চিত অর্থ থেকে অন্যের সন্তানকে সুসন্তান তৈরির মানসে অর্থ দান করে যাচ্ছেন, নিজের সন্তানের ন্যায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। সকলকের সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করি!

শম্ভু মিত্র, স্কুল-কলেজ পর্যায়ের ভলেন্টিয়ার ও শিক্ষক, পুলুম গোলাম ছরোয়ার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শালিখা, মাগুরা এবং ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার, বাংলাদেশ বেতার।

একজন নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসকের অনুভূতি

মোরাল প্যারেন্টিং এর সাথে আমার পরিচয় খুব বেশিদিনের নয়। এই সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে যত জানছি ততই অভিভূত হচ্ছি। আসলে আমি এবং আমার স্বামী অনেকদিন থেকেই দেশের মানুষের জন্য কাজ করার নির্ভরযোগ্য একটি প্লাটফর্ম খুঁজছিলাম। মোরাল প্যারেন্টিং কে পেয়ে মনে হয়েছিল আমরা আসলে এমন কিছুই চাচ্ছিলাম। আমরা কয়েকজন ছেলেমেয়ের মোরাল প্যারেন্ট হিসেবে আছি। কিন্তু ওদের জীবনযুদ্ধের গল্পগুলো শুনলে মনে হয় আমাদের যদি সবগুলো বাচ্চাকেই বৃত্তি দেয়ার সামর্থ থাকত! অতপর যখন মোরাল প্যারেন্টিং এর "ফ্রি চিকিৎসা সেবা" কার্যক্রমের কথা শুনলাম তখন থেকেই এ প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হই। আমি মানুষকে কাউন্সেলিং করতে ভালোবাসি। তাই মোরাল চাইল্ডদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ের উপর কাজ করার কথা জানাই। ইতিমধ্যে অনেক মোরাল চাইল্ড আমার সাথে যোগাযোগ করেছে এবং তাদের মানসিক সমস্যার কথা অকপটে শেয়ার করেছে। আমাদের দেশে প্রচলিত মানসিক সমস্যার বিষয়ে প্রচলিত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে খোলামেলা আলাপচারিতার সাহসিকতা আমাকে বিস্মিত করেছে । সবার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে না পারলেও এ কাজের মাধ্যমে ওদের সকলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত।

আমার সীমিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে ওদের কাউন্সেলিং করতে, মোটিভেট করতে, সঠিক পথ দেখাতে চেষ্টা করে যাচ্ছি । আমি যতটুকু দেখেছি, ওদের মানসিক সমস্যার কারণগুলোর মধ্যে আর্থিক সমস্যা, পারিবারিক টানাপোড়েন, সামাজিক অসহায়ত্ব, হতাশা, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা, হীনমন্যতা অন্যতম। ওদের মোরাল প্যারেন্টদের নিকট হতে প্রাপ্ত আর্থিক ও মানসিক সহায়তা আমার কাজটাকে অনেকটাই সহজ করে দিলেও আমার পক্ষ হতে এখনো অনেক কিছুই করার আছে বলে মনে হয়েছে। তাই আমি মাঝে মধ্যেই ওদের সঙ্গে আলাপ করি। ওদের কেউ এধরণের সমস্যা মনে করলে সরাসরি আমার সংগে যোগাযোগে উৎসাহিত করি। কারও কোন বিষয়ে অসংগতি মনে হলে যুক্তিসঙ্গত সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করি, তাদের আত্মশক্তি প্রকাশ এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে অনুপ্রাণিত করি। আমরা যদি একটি ছেলেমেয়েকে সঠিক পথ দেখাতে পারি, তাহলে একটি পরিবারকে সাহায্য করা হবে। এভাবে যত বেশী পরিবারকে তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সাহায্য করতে পারব তত তাড়াতাড়ি আমাদের স্বপ্নের নৈতিক সমাজ গঠনে আমরা এগিয়ে যাব।

ডা. শামীমা নাসরিন, MBBS, MPH, MSc (Family Medicine), PGD (Oncology), কানাডা।

সম্মিলন-২০১৯ বক্তব্য রাখছেন সাহিত্যিক আনিসুল হক

Doc No: Form 05

MORAL PARENTING TRUST

Moral Parent এর প্রতি Moral Child এর নিয়মিত চিঠি লেখার Format এবং Volunteer's Reporting

প্রতিবার বৃত্তি গ্রহণকরার সময় Moral Child তার Moral Parent কে নিজ অবস্থা জানিয়ে একটি চিঠি লিখবে। চিঠিটি যথাযথভাবে নিজের মত করে লিখতে পারে, তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ থাকা উচিত হবে: কোন-কোন মাসের কত টাকা বৃত্তি গ্রহণ করলে, গতবারের বৃত্তির টাকা কি কি খাতে খরচ করেছ, এই বৃত্তি কি কাজে ব্যবহার করবে, পড়াশুনার বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, তোমার সাংসারিক অবস্থা, তোমার মানসিক অবস্থা, কৃতজ্ঞতা স্বীকার ইত্যাদি। চিঠিটি আন্তরিকতার সাথে বিস্তারিত লিখতে হবে। কোনক্রমেই Moral Parent এর কাছে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য চাওয়া যাবে না, সেটা প্রয়োজন হলে Coordinator এর মাধ্যমে চাওয়া যাবে।

শ্রদ্ধেয় [redacted] স্যার / ম্যাডাম, (Moral Parent এর পূর্ণ নাম লিখবে)

আসসালামু-আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আপনার দোয়ায় আমার পরিবার সহ সবাই ভালো আছি। আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ যে আপনি আমার বিপদে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন - আমি জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি মাসের টাকা হাতে পেয়েছি। টাকা পেয়ে আমার অনেক উপকার হয়েছে, আমি টাকার অভাবে বই কিনতে পারছিলাম না এমন সময় টাকা পেয়ে আমি উপকৃত আমি এই টাকা দিয়ে বই কিনবো। আপনার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার মা-বাবা আপনাকে স্বাগতম জানিয়েছেন, আপনাকে তারা সালাম জানিয়েছেন। আপনি সালাম গ্রহন করবেন। আমার পরিবার যেখানে আমাকে পড়া লেখা করার ইচ্ছুক ছিল না দারিদ্রতার কারনে সেখানে আপনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদের মনে আশার আলো জাগিয়েছেন তারা এখন আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন। টাকা পেয়ে আমি আমার প্রয়োজনীয় বই কিনে ভালো করে লেখা পড়া করব। আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন লেখা পড়া করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপনার মতো দারিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি।

ইতি আপনার স্নেহের, মো: [redacted]

(নাম, তারিখ ও ফোন নং) ১২-০২-২২

০১৭[illegible]৪

ছাত্রছাত্রী সম্পর্কে ভলেন্টিয়ারের পর্যবেক্ষণমূলক মন্তব্য: [illegible]; আসসালামুআলাইকুম আপনি আল্লাহর রহমতে ভালোই আছেন, শুনলাম ছেলেটি [illegible] ছেলেটিকে বৃত্তি প্রদান করায় আপনাকে ধন্যবাদ।

[illegible]

ভলেন্টিয়ারের স্বাক্ষর ও ফোন নং
01724389865 02/03

মোরাল চাইল্ডরা প্রতিবার বৃত্তি পেয়ে তাদের মোরাল প্যারেন্ট কে নিজ হাতে এরূপ চিঠি লেখে

ফটো গ্যালারি

বই পড়া উৎসব কার্যক্রম

আমাদের অনেক মোরাল চাইল্ড এখনও এভাবে কুপি জ্বালিয়ে পড়াশুনা করে

মোরাল প্যারেন্টিং সম্মিলন, ২০২২ এর প্রস্তুতি সভা

বই পড়া উৎসব, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শীতবস্ত্র বিতরণ-২০২১

অতিথিদের সাথে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা-সম্মিলন ২০১৯

মোরাল চাইল্ড-ভলান্টিয়ার আলোচনা সভা-মাগুরা ২০১৭

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এক মোরাল চাইল্ড বিশেষ কৃতিত্বের জন্য পুরষ্কার গ্রহণ

কবুতর পালন-স্বাবলম্বী প্রজেক্ট

Ten Taka Tuition প্রজেক্টে মোরাল চাইল্ডদের সাথে ভলান্টিয়ার

প্রত্যন্ত এলাকার এক স্কুলে মোরাল চাইল্ড ভলান্টিয়ার মিলন মেলা-২০১৮

মোরাল চাইল্ডদের সাথে প্রতিষ্ঠাতা ড. মাহবুব

অদম্য শিখা

একবার তুমি সাহসে হাতের লাঠি তুলে ধরলেই, দেখবে
আধাঁরা কাটাবার বড়ো বেশি আর দেরী নেই।
নেলসন ম্যান্ডেলা

নৈতিক সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে

মোরাল প্যারেন্টিং ট্রাস্ট

8/2, Indira Road, West Razabazar Farmgate, Dhaka-1215
www.moralparenting.org; www.facebook.com/MoralParenting
Email: moralparenting@gmail.com